



গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সদাচার সংকলন ২০১৬





সদাচার সংকলন ২০১৬



গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়



“আমার সরকার নব রাষ্ট্র এবং নতুন সমাজের উপযোগী করে সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রকে পূর্ণগঠিত করবে।”

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(রেডিও-টেলিভিশন ভাষণ, ২৬ মার্চ, ১৯৭২)



শেখ হাসিনার সুশাসন, জনসেবায় প্রশাসন



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



বাণী

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০ অক্টোবর ১৪২৩

০৫ অক্টোবর ২০১৬

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ‘সদাচার সংকলন ২০১৬’ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অবাধ তথ্য প্রবাহ জনগণের ক্ষমতায়ন, সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধের পূর্বশর্ত। নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকার নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ পাস করে। ফলে জনগণের ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। এছাড়া, জনপ্রশাসন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সরকারি ক্রয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে ই-ক্রয় পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। আমরা দ্বিতীয় প্রজন্মের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছি। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের সততা, দক্ষতা, সৃজনশীল প্রতিভা, উদ্ভাবনী প্রয়াস, কর্মোদ্যমকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ দিতে এ বছর প্রথমবারের মত ‘জনপ্রশাসন পদক’ প্রবর্তন করা হয়েছে।

জনগণ প্রজাতন্ত্রের মালিক। সকল সরকারি কর্মচারী জনগণের সেবক। বাংলাদেশ সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- ‘সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মচারির কর্তব্য।’ আমি বিশ্বাস করি, দায়িত্ব পালনের দ্বারা সকলেই এই অনুচ্ছেদের আক্ষরিক প্রতিফলন ঘটাবেন।

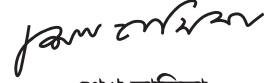
সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব ও কার্যসম্পাদনকালে উদ্ভাবনের অনেক অবকাশ রয়েছে। এ ধরনের উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত করা আবশ্যিক। আমি আশা করি, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা এ সদাচারগুলো অনুসরণের পাশাপাশি স্ব স্ব কার্যালয়ের অনুরূপ উদ্যোগকে বিকশিত হবার পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং জনকল্যাণে সফল

উদ্যোগগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে দিবে।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে- এ আমার প্রত্যাশা।

আমি 'সদাচার সংকলন ২০১৬' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



শেখ হাসিনা



মোঃ আবুল কালাম আজাদ

মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক সদাচার সংকলন ২০১৬ প্রকাশের প্রয়াশকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

বিশ্বায়নের প্রভাব ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক উৎকর্ষের কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। ফলে স্বল্প সময় ও খরচে উন্নততর সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে নাগরিকদের প্রত্যাশা ও চাহিদা বেড়েছে অনেকগুণ। জনগণের এরূপ ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী প্রয়াসের কোন বিকল্প নেই। উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমেই স্বল্প সময় ও খরচে প্রচলিত আইন-বিধির মধ্যে থেকেই জনগণকে কাজিত সেবা প্রদান সম্ভব।

উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে একটি জনবান্ধব, গতিশীল, সেবামুখী প্রশাসন সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে 'সবার আগে নাগরিক' এ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে উদ্ভাবনী উপায়ে নাগরিক সেবা প্রদানে এ ইউনিট নিয়োজিত রয়েছে। এ জন্যে এ ইউনিট পাবলিক সেক্টরে সেবার মানোন্নয়নে উদ্ভাবনী ধারণার বিকাশ, লালন, বাস্তবায়ন এবং সেবাগুলোকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়, যাতে অন্যরা এ ধরণের চর্চা করতে পারে। এ ইউনিট সর্বপ্রথমে ২০১৪-২০১৫ সালে ৫৯টি সদাচার নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করে, যেটি পাবলিক সেক্টরে প্রশংসিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় সদাচার সংকলন ২০১৬ প্রকাশ করা হচ্ছে। এতে বর্তমান সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, সংস্থা, মাঠ পর্যায়ের উদ্ভাবন ও সদাচারের সমাবেশ ঘটেছে। এ সংকলন গণখাতে উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অবদান রাখবে মর্মে আমার বিশ্বাস।


(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)



সুরাইয়া বেগম এনডিসি
সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তরে অনুসৃত সদাচার সমূহ নিয়ে সদাচার সংকলন ২০১৬ প্রকাশের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

উদ্ভাবন এর সঠিক ধারণা প্রদান ও প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কিভাবে জনগণের সময়, খরচ ও ভোগান্তি কমাতে পারে সে বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কেন্দ্র হতে মাঠ পর্যায়ে পর্যন্ত সকল স্তরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারের সেবা প্রদান পদ্ধতিতে উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান এবং উদ্ভাবনের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো ও এ সংক্রান্ত গবেষণা এবং স্বীকৃত উত্তম চর্চাসমূহকে লালন ও অনুসরণে এ ইউনিট কাজ করছে জন্মলগ্ন থেকে।

আমি এ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(সুরাইয়া বেগম এনডিসি)



মোঃ আবদুল হালিম

মহাপরিচালক

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সম্পাদকীয়

গণখাতের গুণগত পরিবর্তন ও সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারের সংস্কারকর্মসূচির সুফল প্রাপ্তি জনগণের জন্যে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ইউনিট পাবলিক সেক্টরে সেবার মানোন্নয়নে উদ্ভাবনী ধারণার বিকাশ, লালন, বাস্তবায়ন ও সেগুলোকে সর্বত্র জানিয়ে দিতে চায়, যাতে অন্যরা এ ধরণের চর্চা করতে পারে। এ জন্যে এ ইউনিট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তরের উদ্ভাবন ও সদাচারগুলোকে পর্যালোচনা, পরিমার্জন করে ২০১৫ সালে ৫৯টি সদাচার নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করে।

সদাচার সংকলনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা দ্বারা প্রশংসিত হয়। ফলশ্রুতিতে এ বছর মন্ত্রণালয়/ বিভাগ থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যায়ের অফিস সদাচার ও উদ্ভাবন বিষয়ে তাদের কার্যক্রমের সাফল্যগাঁথা এ ইউনিটে প্রেরণ করেন। প্রেরিত প্রস্তাবগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে গণখাতের সর্বস্তরেই কর্মকর্তাগণ সেবার মানোন্নয়নে সচেতন রয়েছেন। তবে এ ক্ষেত্রে সেবার সংস্কৃতি তথা সেবাদাতাদের মানসিকতার পরিবর্তনের থেকে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকেন্দ্রিক উদ্ভাবন প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়া, সাফল্যগুলো বিশ্লেষণ করে আরও দেখা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রস্তাবটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য উদ্ভাবনী হলেও ইতোমধ্যে বহুল ব্যবহারের জন্য তাতে নতুনত্ব নেই, যেমন অন লাইনে ভর্তির আবেদন গ্রহণ, ই-প্রকিউরমেন্ট ইত্যাদি। ফলে এ ধরণের কতিপয় সাফল্যকে এ সংকলনে রাখা হয়নি।

তথ্য প্রযুক্তি নিঃসন্দেহে উদ্ভাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে সেবার মানোন্নয়নের ৮০% নির্ভর করে মানব সম্পদের উপর। সুতরাং মানব সম্পদের সেবামুখী মানসিকতা উন্নয়ন ঘটায় এ ধরণের সদাচারকে এ সংকলনে

সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সদাচার সংকলন ২০১৬ তে বাণী প্রদান করে এর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করায় তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রধান ড. গওহর রিজভী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সচিব সুরাইয়া বেগম এনডিসি বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে এ প্রকাশনার ধারাকে অব্যাহত রাখতে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সর্বোপরি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Suggestion box এ প্রস্তাব প্রদানসহ, মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থার সাফল্যগাঁথা প্রেরণ করে সদাচার সংকলন ২০১৬ কে সমৃদ্ধকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ও ইনোভেশন টিমের সদস্যগণ এ সংকলন প্রকাশে বিভিন্ন ভাবে ভূমিকা রেখেছেন। তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এ সংকলনের মানোন্নয়নে এবং উদ্ভাবনী সাফল্যের দ্বারা নাগরিকদের সুবিধা নিশ্চিতকরণে এ ইউনিটের প্রচেষ্টা চলমান রাখতে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে মর্মে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি।



(মোঃ আবদুল হালিম)

“গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ অর্জন”



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ গ্রহণ করছেন
ইউনিট মহাপরিচালক মোঃ আবদুল হালিম

“সবার আগে নাগরিক”-এ মূলমন্ত্রকে কেন্দ্র করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়নে নবতর উদ্ভাবনের দায়িত্ব নিয়ে ২০১২ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদয় নির্দেশনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU)। এর ভিশন হচ্ছে সুশাসন ও উদ্ভাবন বিষয়ে সরকারের থিংক-ট্যাংক হিসেবে কাজ করে বাংলাদেশের নাগরিকদের সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। সরকারি অফিসে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement- সংক্ষেপে APA) প্রচলনের ক্ষেত্রে GIU গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। GIU কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্যে পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্টের বিষয়টি ছড়িয়ে দিতে পাঁচ শতাধিক কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে রিসোর্স পুল তৈরি করা হয়। আরও ১০০টি সংস্থার চার শতাধিক কর্মকর্তাকে ‘Assimilation of SDG in GPMS’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ একদিকে যেমন অর্থবছর শুরু পূর্বেই সরকারের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও কৌশলগত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হচ্ছে, অন্যদিকে অর্থবছর শেষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে, তা পরিমাপ করে তুলনামূলক মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পদ্ধতির উদ্ভাবন করে এর বাস্তবায়নের GIU অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) প্রবর্তন ও বাস্তবায়নে প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করায় গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ প্রদান করা হলো।

সূচিপত্র

১.০ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১.১ সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের সময় কল্যাণ কর্মকর্তা কর্তৃক অনাপত্তি সংগ্রহ, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট	১৯
১.২ সময় সাশ্রয়ী কর্মশালা, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট	১৯
১.৩ প্রযুক্তি নির্ভর সভা পরিচালনা	২০
১.৪ শুভেচ্ছা জানাতে ই-কার্ডের ব্যবহার, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট	২১
১.৫ সেবা প্রদান সহজিকরণে নমুনা ছক ও পূরণকৃত ছক (ডামি) সরবরাহ	২১
১.৬ জ্ঞানচর্চার সংকলন প্রকাশ	২২
১.৭ সরকারি কর্মচারীদের শেষ বেতনের প্রত্যয়ন পত্র হাতে না লিখে কম্পিউটারে মুদ্রিতকরণ, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট	২২
১.৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে 'স্বচালিত' কারের জন্য স্থান সংরক্ষণ, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট	২৩
১.৯ ইন হাউজ প্রশিক্ষণে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	২৩
১.১০ দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	২৪
১.১১ প্রকল্পের টেন্ডারিং কার্যক্রমে ডাটাবেসের ব্যবহার, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ	২৪

২.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের অনুবিভাগ পর্যায়ে সংযুক্তি	২৬
২.২ সভায় যোগদানের জন্য মন্ত্রণালয় ভিত্তিক কর্মকর্তা নির্দিষ্টকরণ	২৬
২.৩ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক ওয়েব এপ্লিকেশন, ঝিকরগাছা, যশোর	২৭
২.৪ শাখাভিত্তিক ই-মেইল আইডি এর মাধ্যমে দ্রুত চিঠিপত্র আদানপ্রদান, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া	২৮
২.৫ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পেনশনারস্ কর্নার স্থাপন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া	৩০

৩.০ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

৩.১ লটারিতে অসফল আবেদনকারীর জামানত দ্রুত ফেরত প্রদান, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ	৩০
৩.২ সচিবালয় অভ্যন্তরভাগ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা	৩১

৪.০ বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৪.১ মান অনুযায়ী রেঞ্জুরেন্টের শ্রেণীকরণ	৩১
৪.২ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সুস্থ আমরা, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন	৩২

৫.০ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
৫.১ সৌদি আরব, কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে গৃহকর্মী প্রেরণের পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রদান	৩৩
৫.২ বিদেশগামী কর্মীগণের অনলাইনে ভিসা যাচাই, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	৩৩
৫.৩ বিদেশগামী কর্মীগণের ফিঙ্গারপ্রিন্ট জেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	৩৪
৫.৪ ইলেক্ট্রনিক অভিবাসন ঋণ ব্যবস্থাপনা, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	৩৫
৬.০ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	
৬.১ ভূ- উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়ানো, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	৩৬
৬.২ নলকূপ মেরামত সেবা সহজিকরণ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজবাড়ী জেলা	৩৬
৬.৩ Smart Water Mangement in Dhaka City, ঢাকা ওয়াসা	৩৮
৭.০ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	
৭.১ পলিথিন এর বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগের ব্যবহার	৪০
৮.০ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	
৮.১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থান সশ্রয়ে ভবনগুলোর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৪০
৮.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশে নির্দেশনা জারি	৪০
৮.৩ দুর্গম এলাকায় খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসার ঘটানো	৪১
৮.৪ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালের সহায়তা নিয়ে দেশ পরিচিতি জ্ঞানসহ নিজ নিজ পূর্ণ ঠিকানা লিখতে এবং বলতে শেখানো	৪১
৮.৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের পর্যাপ্ত টয়লেটের ব্যবস্থা করা	৪১
৯.০ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	
৯.১ ছাত্রছাত্রী ও যুব সমাজের মধ্যে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা বৃদ্ধির মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক বিকাশের পাশাপাশি বিপথগামী ও নেশাগ্রস্ততা হতে রক্ষা করা	৪২
১০.০ অর্থ মন্ত্রণালয়	
১০.১ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে স্বল্প সময়ে বহির্বাংলাদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান	৪২
১০.২ অনলাইনে বেতন নির্ধারণ, অর্থ বিভাগ	৪৪

১০.৩ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, অর্থ বিভাগ	৪৫
১০.৪ অনলাইনে বিল নিষ্পত্তির অবস্থা জানা, হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	৪৫
১০.৫ অনলাইনে ট্রেজারি চালান যাচাই, অর্থ বিভাগ	৪৬
১০.৬ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এ অনলাইনে আপীল দাখিল	৪৬
১১.০ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	
১১.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে Tracking Software এর ব্যবহার, পরিসংখ্যান ও তথ্যব্যবস্থাপনা বিভাগ	৪৭
১১.২ সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণে পিএমআইএস বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৪৮
১২.০ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	
১২.১ পর্যটক সেবা বৃদ্ধিতে ব্যবস্থা গ্রহণ, টুরিস্ট পুলিশ কন্সবাজার	৫০
১৩.০ শিক্ষা মন্ত্রণালয়	
১৩.১ ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় প্রমিত দক্ষতা অর্জন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	৫০
১৪.০ রেলপথ মন্ত্রণালয়	
১৪.১ বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেন ট্র্যাকিং ও মনিটরিং সিস্টেম (টিটিএমএস)	৫১
১৫.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	
১৫.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র গঠন	৫২
১৫.২ ডাটাবেজের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	৫২
১৬.০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	
১৬.১ সরকারি গেজেট সংরক্ষণের জন্য Online Gazettes Archive তৈরি, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	৫৩
১৭.০ শিল্প মন্ত্রণালয়	
১৭.১ শ্রমিকদের জন্য হেল্প লাইন প্রতিষ্ঠা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	৫৩
১৭.২ অনলাইনে শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, শ্রম পরিদপ্তর	৫৫
১৮.০ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
১৮.১ হজযাত্রীদের জন্য IVR সিস্টেম চালু	৫৫

১৮.২ হজযাত্রীদের এসএমএস প্রেরণ	৫৬
১৮.৩ হজযাত্রীদের জন্য KIOSK মেশিন এর ব্যবহার	৫৭
১৯.০ তথ্য মন্ত্রণালয়	
১৯.১ বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) শিল্পীদের অনলাইনে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্মানী প্রদান	৫৭
২০.০ সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়	
২০.১ দূরপাল্লার বাসে চালকদের জন্য সিটবেল্ট সংযোজন, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ	৫৮
২০.২ ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর রিয়েল টাইম টোল আদায়, সেতু বিভাগ	৫৮
২০.৩ ইউজড পেপার রিসাইক্লিংবক্স, সেতু বিভাগ	৫৯
২১.০ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	
২১.১ 'সমস্যা যেখানে সমাধান সেখানে' পেনশন মঞ্জুরিতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উদ্ভাবন, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৬০
২১.২ বস্তিবাসীদের সাম্প্রতিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৬২
২২.০ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	
২২.১ নদনদীর পানির হ্রাস-বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও প্রকাশকরণ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৬৩
২২.২ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রোগ্রামসমূহের বাস্তবায়ন কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)	৬৭
২২.৩ ওয়েব বেজড ডিজিটাল আর্কাইভ সফটওয়্যার, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)	৬৮
২৩.০ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	
২৩.১ অনলাইন পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান, পরিবেশ অধিদপ্তর	৬৯
২৪.০ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	
২৪.১ Web based Fish Advice system মৎস্য অধিদপ্তর	৬৯
২৫.০ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	
২৫.১ নদী রক্ষায় ওয়াকওয়ে নির্মাণ, বিআইডব্লিউটিএ	৭০
২৫.২ নাবিকদের যোগ্যতা সনদ অনলাইনে যাচাই ব্যবস্থা প্রবর্তন, সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর	৭২

১.০ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১.১

সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের সময় কল্যাণ কর্মকর্তা কর্তৃক অনাপত্তি সংগ্রহ, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

সরকারি পেনশন প্রাপ্তি সহজিকরণের জন্য সময়ে সময়ে নির্দেশনা জারি করে থাকেন। ঐ সকল নির্দেশনায় পেনশন গ্রহীতার জন্য বিভিন্ন ধাপ সহজ করা হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রে তেমন উদার থাকেন না। যেমন পেনশন মঞ্জুরির জন্য বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থা হতে অনাপত্তি সনদ লাগে। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী অনাপত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে বিভিন্ন দপ্তর থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এটি অবসর গ্রহণকারীর জন্য বিব্রতকর। তাকে নিজ খরচে বিভিন্ন দপ্তরে যেতে হয়।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট পেনশন মঞ্জুরী সংক্রান্ত বিধি বিধান স্মারকসমূহ বিশদভাবে পর্যালোচনা করেছে। এতে দেখা যায় যে, পেনশন গ্রহীতাদের সুবিধার্থে সরকারি সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থায় কল্যাণ কর্মকর্তার বিধান রেখেছেন। কল্যাণ কর্মকর্তা পি আর এল মঞ্জুরি, ছুটি ভাতা ও অবসর ভাতা প্রাপ্তি বিষয়ে সকল ধরনের অনাপত্তি সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারীকে সকল ধরনের অনাপত্তি সনদ সংগ্রহে বাধ্য করা হতো। এ জন্য অবসর গমনেচ্ছু কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দীর্ঘদিন বিভিন্ন অফিসে ঘোরাঘুরি করতে হতো। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জিআইইউ'র সুপারিশের প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ একটি আদেশ জারি করে। এ আদেশের মর্মানুসারে কল্যাণ কর্মকর্তা সকল ধরনের অনাপত্তি সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে পত্র যোগাযোগ করবেন। অনাপত্তি সংগ্রহের দায়িত্ব কল্যাণ কর্মকর্তার। এ আদেশের ফলে অবসর গমনেচ্ছু কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে অনাপত্তি সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন অফিসে ঘুরতে হয়না।

১.২

সময় সাশ্রয়ী কর্মশালা, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

সরকারি কর্মকর্তাদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনারে অংশগ্রহণের পরিমাণ বর্তমানে ব্যাপকহারে বেড়েছে। এ জন্যে দীর্ঘ সময়ের জন্য কর্মশালায় অফিসার প্রেরণে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তেমন উৎসাহী নন। তাছাড়া গতানুগতিক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ উপস্থিত হওয়ার পরে থিম পেপার উপস্থাপনের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণকে অবহিত করা

হয়। অতঃপর উপস্থাপিত বিষয়ের উপরে সীমিত পরিসরে আলোচনা বা প্রশ্ন উত্তরের সুযোগ দিয়ে অংশগ্রহণকারীগণকে গ্রুপ আলোচনার বিষয়বস্তু দিয়ে সে বিষয়ে দ্রুত গ্রুপ ওয়ার্ক শেষ করে উপস্থাপন করতে বলা হয়। এতে অংশগ্রহণকারীগণ কর্মশালার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপরে কার্যকর ব্রেইন ষ্টর্মি করে বুদ্ধিদীপ্ত সুপারিশ নিয়ে আসতে পারেনা। ফলশ্রুতিতে কর্মশালার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ই-মেইল ঠিকানাসহ মনোনয়ন সংগ্রহ করে। মনোনীতদের গ্রুপে বিভক্ত করে থিম পেপারসহ ব্রেইন ষ্টর্মি বিষয়, সকল অংশগ্রহণকারীর কাছে পূর্বেই ই-মেইলে প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর একজন র‍্যাপেটিয়ার তাদের সাথে যোগাযোগ করে কর্মশালার পূর্বেই গ্রুপগুলোর করণীয় বুঝিয়ে দেয়। যা গ্রুপগুলোকে তাদের করণীয় অনুধাবনে সহায়তা করে।

মূল পর্বে অধিকতর মনোনীবেশ করা ও খরচ সাশ্রয়ের জন্য অনুষ্ঠানের দাওয়াত ই-মেইল ও সাধারণ পত্রের মাধ্যমে দেওয়া হয়। এ ছাড়া কর্মশালার সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য উদ্বোধনী পর্বকে সংক্ষিপ্ত এবং অনাড়ম্বর করে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

১.৩ প্রযুক্তি নির্ভর সভা পরিচালনা

উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ, সংস্কার বিষয়ে অনেক উচ্চ পর্যায়ের সভা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ সকল সভাসমূহে মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সচিব, সংস্থা প্রধানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ যোগদান করে থাকেন। সভায় যোগদানকারী কর্মকর্তাদের কার্যালয় বাংলাদেশ সচিবালয় সহ তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আসতে বেশ সময় লাগে। তাছাড়া অনেক সময় দেখা যায় যে শুধুমাত্র একটি সভায় যোগদানের জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অফিস থেকে বের হতে হয়। সভার সময় একঘণ্টা লাগলেও দেখা যায় যে যেতে আসতে তিন ঘন্টা সময় ব্যয় হচ্ছে। এ ছাড়া জ্বালানি ব্যয় তো রয়েছেই।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত যে সকল সভায় সচিবালয়, মতিঝিল সল্লিকটস্থ এলাকা থেকে কর্মকর্তাগণকে যোগ দিতে হয় সে সকল ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে তাদের ভিডিও সংযোগের মাধ্যমে সভায় যোগদানের ব্যবস্থা করে থাকে। তাছাড়া এ কার্যালয় থেকে প্রায়শই বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণের সাথে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা হয়ে থাকে।

১.৪ শুভেচ্ছা জানাতে ই-কার্ডের ব্যবহার, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

বাংলা ও ইংরেজি নববর্ষ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানানো একটি রেওয়াজ। সাধারণত কাগজে কার্ডের মাধ্যমে এ শুভেচ্ছা জানানো হয়ে থাকে। এ কার্ডগুলো তৈরি ও বিতরণে বেশ সময় ব্যয় হয়। বিশেষ করে ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন অফিসে শুভেচ্ছা কার্ড পৌঁছানো অত্যন্ত বিড়ম্বনার। বিশেষ বাহক মারফত বা ডাকযোগে প্রেরণ করা হলেও অনেকক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা গ্রাহকের কাছে পৌঁছায় না।

সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। বর্তমানে সকল কর্মকর্তার ই-মেইল এ্যাক্সেস রয়েছে। ই-মেইল সার্বক্ষণিক চেক করার সুযোগ রয়েছে। এমনকি কেউ বাংলাদেশের বাইরে অবস্থান করলেও মেইল আদান প্রদান করতে পারে। সুতরাং ই-মেইলের মাধ্যমে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠানো অনেক সহজ। তাছাড়া সরকারি পত্রের ন্যায় এটির (শুভেচ্ছাপত্র) ক্ষেত্রে গতানুগতিক চিঠিপত্রের ন্যায় বিতরণ বাধতামূলক নয়।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইনোভেশন টিমের সুপারিশের আলোকে এ কার্যালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ই-কার্ড চালু করেছে। সরকারি অন্যান্য দপ্তর সংস্থা এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে।

১.৫ সেবা প্রদান সহজিকরণে নমুনা ছক ও পূরণকৃত ছক (ডামি) সরবরাহ, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

গণখাত থেকে সেবা নেয়া শুরু হয় আবেদন প্রদানের মাধ্যমে। ম্যানুয়াল বা অনলাইন যাই হোকনা কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবেদন পত্রের জন্য সরকার নির্ধারিত ফর্ম রয়েছে। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত আবেদন ফর্ম নেই সে সকল ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের অফিস স্বস্থ নাগরিক সনদ/ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা সেবা সহজিকরণ তালিকায় সাদা কাগজে আবেদন করার কথা উল্লেখ করে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে সাদা কাগজে আবেদনকারীগণ অফিসের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সন্নিবেশ করতে পারেন না। তারা কি কি তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে বা আবেদনখানা কিভাবে লিখতে হবে সে জন্য বারবার অফিসের লোকের সহযোগিতা চান। আবার যে সকল ক্ষেত্রে অফিসের কারো সহায়তা ছাড়া নিজে নিজে আবেদন লিখে থাকেন সে সকল আবেদন প্রক্রিয়া করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে সেবা প্রদান বিঘ্নিত হয়।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট জেলা প্রশাসক কার্যালয় গুলোকে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে যে সকল ক্ষেত্রে আবেদন প্রদানের জন্য সরকার বা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ফর্ম নাই সে সকল ক্ষেত্রে নমুনা ফর্ম তৈরির পরামর্শ দেয়। সেবাহ্রহীতারা যেন সহজে নমুনা ফর্ম পেতে ও এ সম্পর্কে জানতে পারেন সে জন্য অফিসের ওয়েব সাইট, ফ্রন্ট ডেস্ক, বিলবোর্ড, সংশ্লিষ্ট শাখায় রাখার কথা বলা হয়েছে। এমনকি সেবাহ্রহিতাগণ যাতে কারো সাহায্য ছাড়া আবেদন ফর্ম পূরণ করতে পারে সে জন্য ডামিফর্ম পূরণ করে সেবাহ্রহীতাদের গোচরে রাখার পরামর্শ রাখা হয়েছে।

যে সকল অফিসে বিভিন্ন সেবাদানের ক্ষেত্রে সাদা কাগজে আবেদন করার বিধান রয়েছে তারা সেবার মানোন্নয়নের জন্য বর্ণিত ব্যবস্থাকে অনুসরণ করতে পারে।

১.৬ জ্ঞানচর্চার সংকলন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের পারিপার্শ্বিক বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত রাখতে প্রতি বৃহস্পতিবার এখানে জ্ঞানচর্চার সেশন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতি সেশনে কোন একজন কর্মকর্তা প্রশাসন, তথ্য প্রযুক্তি, পরিবেশ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals), অর্থনীতি, ব্যবসায় বাণিজ্য, সরকারের সংস্কারধর্মী কার্যক্রম বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করে থাকেন। প্রেজেন্টেশনগুলোকে শুধুমাত্র পাওয়ার পয়েন্টে সীমাবদ্ধ না রেখে পূর্ণাঙ্গ, গুণগত মানসম্পন্ন, গবেষণাপত্র উপযোগী করে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কর্মকর্তাগণ উপস্থাপিত বিষয়সমূহ নিয়ে একটি সংকলন তৈরি করা হয়েছে।

উপস্থাপনাসমূহকে সংকলনে প্রকাশের উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনা, গবেষণা করে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। এতে কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা, উপস্থাপনা সক্ষমতা এবং লেখনীর দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.৭ সরকারি কর্মচারীদের শেষ বেতনের প্রত্যয়ন পত্র হাতে না লিখে কম্পিউটারে মুদ্রিতকরণ, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

শেষ বেতনের প্রত্যয়ন পত্র সরকারি কর্মচারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। একটি কার্যালয় থেকে অন্যত্র বদলী হয়ে গেলে বেতন হিসাব, জমাকৃত ছুটির হিসাব, প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা, অগ্রিম উত্তোলন এ সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেষ বেতনের প্রত্যয়ন পত্রে (Last Pay Certificate) লেখা থাকে। চাকরির বিভিন্ন পর্যায়ে এ দলিলটির প্রয়োজন হয়। কিন্তু হাতে লিখে এ প্রত্যয়ন পত্রটি প্রদান করা হলে পাঠোদ্ধার করা কঠিন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এক ঘরের তথ্য অন্য ঘরে

লিখার ফলে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হতো। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কম্পিউটার মুদ্রিত শেষ বেতনের প্রত্যয়ন পত্র চালুর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ইনোভেশন টিমের সুপারিশ অনুযায়ী অর্থ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়। অর্থবিভাগ এ সুপারিশটি বাস্তবায়ন করেছে।

১.৮

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ‘স্ব-চালিত’ কারের জন্য স্থান সংরক্ষণ,
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে কর্মকর্তা এবং অতিথিদের সমাগম হয়। বর্তমানে যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের গাড়ী ক্রয়ের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা হারে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করায় স্বচালিত কারের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ফলে প্রতিদিন স্ব-চালিত কার নিয়ে অনেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আসেন। স্বচালিত কার রাখার জায়গা নির্ধারিত না থাকায় পূর্বে অতিথি ও কর্মকর্তাদের বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হতো। এখন স্ব-চালিত কারের জন্য একটি জোন এ কার্যালয়ের অভ্যন্তরে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে স্বচালিত কার নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আগতদের বিড়ম্বনার অবসান হয়েছে।

১.৯

ইন হাউজ প্রশিক্ষণে ট্রেস ম্যানেজমেন্ট বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ,
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ তাদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে ট্রেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলে এখানে কর্মরত কর্মকর্তাগণ বিষয়টি সম্যকভাবে জ্ঞান লাভ করে তাদের কাজে এর প্রয়োগ ঘটাতে পারছে।



১.১০ দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এর প্রধান এফ ডি সম্পর্কে এনজিও কর্মীদের দক্ষতা সীমিত ছিল। ফলে প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ ছাড় করণে বিলম্ব হতো। এ সমস্যার সমাধানে জেলা পর্যায়ে এনজিও সমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদানের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে দক্ষতা বৃদ্ধি শীর্ষক সেমিনার বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, হবিগঞ্জ, পাবনা, ভোলা, বরগুনা ফরিদপুর, মৌলভীবাজার জেলাসহ বেশ কয়েকটি জেলায় আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সেমিনারে ফরম পূরণের তথ্য কৌশল আলোচনা করা হয়েছে। ফলে যথাযথ ভাবে এফডি দাখিল করে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকল্প অনুমোদন প্রাপ্তি সম্ভব হচ্ছে। পূর্বে এনজিও সমূহের একাধিকবার এফডি সংশোধন করতে হতো। এতে সময়ের অপচয় হতো ফলে প্রকল্প অনুমোদন বিলম্ব হতো। বর্তমানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্প অনুমোদন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। সরকারি বিধিবিধান যথাযথ প্রয়োগ করা ও সেবা প্রদানে সময় কমিয়ে আনা এ উদ্ভাবনটির মূল শিক্ষণীয়।

১.১১ প্রকল্পের টেন্ডারিং কার্যক্রমে ডাটাবেসের ব্যবহার, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ

পূর্বে প্রকল্পের টেন্ডার নোটিশ এবং সংশ্লিষ্ট কতিপয় ডকুমেন্ট ওয়েব সাইটে উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করা হতো। অতি গোপনীয় ডকুমেন্টের লিংক ওয়েব বিজ্ঞাপনে দেওয়া হতোনা। ফলে টেন্ডারে আগ্রহী হয়ে ডকুমেন্ট সংগ্রহকারীদের পরিচয় কর্তৃপক্ষের জানা সম্ভব ছিল না এবং অতি গোপনীয় ডকুমেন্টসমূহ বিডারগণকে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে এসে সংগ্রহ করতে হত। এতে টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য বিডারগণকে অনেক সময় ও শ্রম ব্যয় হতো। ফলে কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যেতো।

অনলাইন ভিত্তিক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের পর বিডার/ আগ্রহীগণ দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ওয়েব লিংকে গিয়ে প্রকল্পের টেন্ডার ডাটাবেসে রেজিস্ট্রেশন ফর্মে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করলে ব্যবহারকারী (বিডার/ আগ্রহী) এর একটি একাউন্ট তৈরি হবে। তারপর লগইন পাতায় গিয়ে লগইন ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ডাটাবেসে লগইন/ প্রবেশ করতে পারবেন। ব্যবহারকারীর লগইন ইউজার

নেম ও পাসওয়ার্ড হারিয়ে গেলে/ ভুলে গেলে ফরগট পাসওয়ার্ড লিংকে ক্লিক করে ডাটারুমে রেজিস্ট্রেশনের সময় ব্যবহৃত ইমেইল এড্রেসটি পূরণ করে তা পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। সঠিক লগইন ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগইন সম্পন্ন হলে ডাটা রুমে আপলোডকৃত সকল টেন্ডার ডকুমেন্ট (RFQ, RFP, IFT, Contract Agreement, Corrigendum, প্রেজেন্টেশন, সভার কার্যপত্র ইত্যাদি) দেখতে/ ডাউনলোড এবং নোটিশ বোর্ডে হালনাগাদ তথ্য জানতে পারবেন। অত্র দপ্তরের ডাটারুম এ্যাডমিনিস্ট্রেটর রেজিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে যে কোন বিডারের যোগাযোগের তথ্য জানতে পারবেন এবং বিডারগণের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন। এতে বিডার ও অফিস উভয় পক্ষের কার্যসম্পাদন সহজতর হয়েছে। সমস্যার সমাধানে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত অনলাইন ভিত্তিক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টই হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের মাধ্যমে অনলাইন ভিত্তিক ডাটারুম অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করনের ফলে কর্মকর্তাদের অর্জিত বাস্তব জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সৃজনশীল উদ্ভাবনী ভাবনা আগামিতে আরও অন্যান্য সমস্যা সমাধান করে দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করবে।



২.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২.১

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের
অনুবিভাগ পর্যায়ে সংযুক্তি প্রদান

নবযোগদানকৃত একজন কর্মকর্তা যিনি পূর্বে কখনো মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কাজ করেননি তিনি এ বিভাগের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত থাকেন না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এ অবহিত না থাকার কথা কাউকে জানাতে পারেনা। অথচ যোগদান পরবর্তী সময়ে যা তার দায়িত্ব পালনে বাধার সৃষ্টি করে। সুতরাং অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও বিভাগের কাউকে দায়িত্ব নিয়ে তাকে বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দিতে হয়।

এ বিভাগ সমস্যাটি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে বর্ণিত সমস্যাটির থেকে উত্তরণের জন্য উপসচিব পর্যায় পর্যন্ত কর্মকর্তাদের এ বিভাগে যোগদানের পর পর্যায়ক্রমে সকল অনুবিভাগে সংযুক্তি প্রদান চালু করে। এতে যোগদানকৃত কর্মকর্তা এ বিভাগের সকল উইংয়ের কাজ সম্পর্কে দায়িত্ব পালনের পূর্বেই একটি ধারণা পায়। কর্মকর্তাদের সাথে পরিচয় হয়। ফলে তার কর্মকালীন দায়িত্ব পালন অনেক সহজ হয়ে থাকে। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সে সহজে গ্রহণ করতে পারে। এতে সামগ্রিকভাবে বিভাগের কাজের গুণগতমান এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

২.২

সভায় যোগদানের জন্য মন্ত্রণালয় ভিত্তিক কর্মকর্তা নির্দিষ্টকরণ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ বিভিন্ন সভা ও কর্মশালায় যোগদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মকর্তার মনোনয়ন চেয়ে থাকেন। পূর্বে এ ধরনের অনুরোধ প্রাপ্তির পর কর্মকর্তা মনোনয়নের জন্য নথি উপস্থাপন করা হতো। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন প্রাপ্তির পরে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং মনোনীত কর্মকর্তাকে বা কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেওয়া হতো। এতে অনেক সময়ক্ষেপণ হতো, কখনও কখনও বিলম্ব হতো। মনোনয়ন প্রত্যাশী মন্ত্রণালয় থেকেও টেলিফোনে অনুরোধ জানানো হতো। তাছাড়া একই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আলাদা কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের ফলে ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হতো।

এ সমস্যার সমাধানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ভিত্তিক দায়িত্ব প্রদান করে স্থায়ী আদেশ প্রদান করা হয়েছে। এ আদেশের ফলে শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র সহকারি সচিব তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারিত কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। ফলে সময় সাশ্রয় হয়েছে। তাছাড়া একজন কর্মকর্তা কোন সভা/ কর্মশালায় ধারাবাহিকভাবে যোগদান করায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার অবদানের গুণগত মান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী (এসএসএন) কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতাসহ ব্যাপক সংখ্যক কার্যক্রম গ্রহণ করলেও উপকারভোগী বাছাইয়ে পক্ষপাতিত্ব, আত্মীয়করণ, বাছাই ক্রাইটেরিয়া অনুসারে তথ্যের অভাব, দুর্বল মনিটরিং ও জবাবদিহিতা, সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি কারণে এধরনের কর্মসূচির সুবিধা যথাযথদের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ব্যাহত হচ্ছিল।

এ সকল সমস্যা বিবেচনায় এনে উপজেলা প্রশাসন, বিকরণগাছা এর পক্ষ থেকে এসএসএন ইনফো ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেভলপ করা হয়েছে। এই সিস্টেমে উপকারভোগীর তথ্য জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর ভিত্তিক হওয়ায় একই ব্যক্তির পক্ষে একাধিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে অবৈধ সুবিধা নেয়া সম্ভব নয়। ফলে সমস্ত নেটের বিস্তৃতি বৃদ্ধি পায়। এছাড়া জন্ম তারিখের মাধ্যমে সুবিধাভোগীর জ্যেষ্ঠতা, জমির হিসাব বিবেচনা করে তার আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা সম্ভব যা বেশ কিছু সেফটি নেটে অন্তর্ভুক্ত হবার বিশেষ বিবেচ্য বিষয় হিসেবে কাজ করে। অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (EGPP) তে SSN Info Management System ব্যবহার করে এবার বিকরণগাছা উপজেলায় উক্ত কর্মসূচির কাজের মান, শ্রমিক বাছাই ইত্যাদিতে স্বচ্ছতা আনা সম্ভব হয়েছে। শ্রমিকদের বার কোড সম্বলিত Computer Generated জব কার্ড প্রদান করা হয়েছে। EGPP তে সফলতা আসায় অন্যান্য SSN প্রোগ্রাম যেমন VGD, VGF, GR Cash, GR Rice, GR Tin, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, দরিদ্র মহিলাদের ভাতা, পঙ্গু ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা ইত্যাদি এই সিস্টেমের আওতায় আনার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

এই সিস্টেমে ব্যবহৃত ডাটাবেজ (MySQL) রিলেশনাল ও ফ্টাকচার্ড হওয়ায় সুবিধাভোগী বাছাইয়ে তড়িৎ সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব। এই ডাটাবেজ প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে রিলিফ প্রদানে উপকারভোগী বাছাইয়ে ব্যবহার করা সম্ভব। এই সিস্টেমে উপকারভোগীর মোবাইল নাম্বার সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকায় তা ওয়েব এসএমএস এর সাথে ইন্টিগ্রেটেড করে সুবিধাভোগীদের এসএমএস এর সাহায্যে বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত মেসেজ প্রদান করা সম্ভব। বিভিন্ন দপ্তরে পরিচালিত এসএসএন প্রোগ্রামসমূহ এই সিস্টেমের আওতায় এনে কাজের সমন্বয় করা সম্ভব। এটি একটি ওয়েববেজড সফটওয়্যার হওয়ায় যে কোন উপজেলা এই সিস্টেমে একটি একাউন্ট খুলে তা নিজেদের জন্য বিনা খরচে ব্যবহার করতে পারবে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রতিদিন প্রচুর চিঠিপত্র তৈরি হয়। জনগণকে দ্রুত সেবাদানের জন্য কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া সহজ করে সময় কমিয়ে নিয়ে আসলেও নিম্নবর্ণিত কারণে পত্রাদি ই-মেলের মধ্যে পৌঁছানো বিঘ্নিত হত।

- চিঠি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে ডাকে প্রেরণ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ধাপ পার করতে সময় ক্ষেপণ হতো;
- প্রচলিত ডাক পদ্ধতিতে সকল দপ্তর, উপজেলা ও দূরবর্তী স্থানে স্বল্পতম সময়ে পত্র প্রেরণ করা সম্ভব ছিলনা;
- কাগজ ও ডাক খরচ বেশি ছিল;
- হার্ডকপি প্রেরণে বিভিন্ন সময়ে জারিকারকের স্বল্পতা দেখা দিত;
- জরুরি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্টদের নিকট দ্রুত আদেশ/ নির্দেশনা প্রেরণ করা সম্ভব হতো না।

বর্তমানে জেলাপ্রশাসক কার্যালয় ইন্টারনেট সংযুক্ত এবং প্রত্যেক শাখার ই-মেইল ঠিকানা রয়েছে। বর্তমানে জেলা, উপজেলার দপ্তর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ওয়েব সংযুক্ত। পত্রাদি প্রেরণের ক্ষেত্রে গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তে ই-মেইল ব্যবহার করা হচ্ছে। সুতরাং কোন বিষয়ে পত্রাদি তৈরি হওয়ার সাথে সাথে জেলা, উপজেলা কার্যালয়, প্রতিষ্ঠানের ই-মেইল ঠিকানায় তাৎক্ষণিক প্রেরণ করা যাচ্ছে। ব্যক্তি সেবাগ্রহিতার ক্ষেত্রেও ই-মেইল ঠিকানা পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে ই-মেইলে দ্রুত প্রেরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এতে পত্রাদি হারিয়ে যাওয়া বা প্রাপকের ঠিকানায় না পৌঁছানোর বা বিলম্বে পৌঁছানোর আশঙ্কা থাকছেন।



বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/ বিভাগ/ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত
উদ্ভাবনী প্রস্তাবসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভা

এ ছাড়া এতে নিম্নবর্ণিত সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে

- জেলার সাথে সকল উপজেলার এবং জেলা সদরের বিভিন্ন দপ্তরসমূহের সাথে হার্ডকপি পরিবর্তে ই-মেইলে সফট কপি আদান প্রদানের মাধ্যমে অর্থ ও সময় সাশ্রয়;
- সকল দপ্তর/ প্রতিষ্ঠান এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- ই-মেইলে সফট কপি সংরক্ষিত থাকায় হার্ড কপি না থাকলেও যেকোন সময় আদেশ প্রতিপালনে প্রাপ্ত পত্র অবলোকনের সুযোগ;
- রিপোর্ট রিটার্নসমূহ, জারিকৃত পত্র ও সভার কার্যবিবরণীসমূহ ই-মেইলের মাধ্যমে আদানপ্রদান করার ফলে যেকোন সভায় আগত কর্মকর্তাবৃন্দের ই-মেইল ওপেন করে মর্মার্থ অনুধাবনের সুযোগ;
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, যেকোন প্রাকৃতিক দুর্ঘোণসহ জরুরি জননিরাপত্তায় ম্যাজিস্ট্রেটেরিয়াল দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের তাৎক্ষণিকভাবে আদেশসমূহ জারিকরণ।

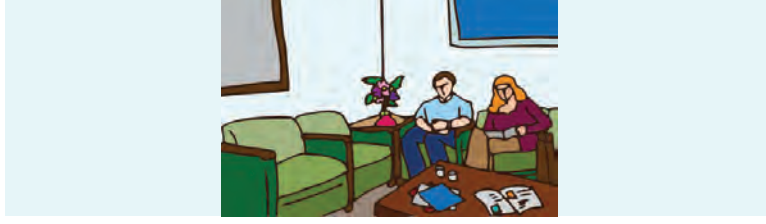
জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছে

- দ্রুত নির্দেশনা প্রেরণের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় পরোক্ষভাবে জনগণকে সেবা প্রদান করা যাচ্ছে।
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্ঘোণ, চোরাচালান নিরোধ কার্যক্রম ও জঙ্গি দমনে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে জনগণ পরোক্ষভাবে সেবা পাচ্ছেন।
- দাপ্তরিক কাজের গতি ত্বরান্বিত হওয়ায় জনগণের সেবা প্রাপ্তির সময় ও খরচ সাশ্রয় হচ্ছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগটিতে শিক্ষণীয় বিষয়

বিদ্যমান প্রযুক্তি, সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে পত্র যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ই-মেইলের ব্যবহার কম খরচে ও দ্রুততম সময়ে বিভিন্ন দপ্তর, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং অন্যান্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব। কম জনবল এ ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নয়। যে সকল দপ্তর এখনও ই-মেইলে চিঠি পত্র আদান প্রদান করছেন তারা এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসে পেনশন সহ বিভিন্ন কাজে নিয়মিত আসতে হয়। কিন্তু তাদের বসার জন্য কোন নির্দিষ্ট কক্ষ না থাকায় তারা বিক্ষিপ্তভাবে যেখানে সেখানে এমনকি অফিসের বারান্দায় ও সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করতেন। দীর্ঘদিন সেবাদানকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য এভাবে বসা অসম্মানজনক এবং দৃষ্টিকটু। তাদের বসার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি আলাদা কক্ষকে পেনশনারস্ কর্নার (Pensioner's Corner) হিসেবে আপাতত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং সেখানে তাদের জন্য বসার ব্যবস্থাসহ বিশুদ্ধ পানীয় জল ও সংবাদপত্রের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।



৩.০ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য ফ্ল্যাট-প্লট প্রদান করে থাকে। পূর্বে লটারীতে অসফল আবেদনকারীগণ গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট ডিভিশন অফিসে মূল রশিদসহ আবেদন করে জামানতের অর্থ উত্তোলন করতে হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে ডিভিশন অফিস হতে প্রধান কার্যালয়ে চাহিদা প্রেরণ করে অর্থ বরাদ্দ চাইতে গিয়ে অনেক সময়ক্ষেপণ হতো। ফলে অসফল আবেদনকারীদের অর্থ ফেরৎ পেতে হইরানির মধ্যে পড়তে হতো।

বর্তমানে লটারি অনুষ্ঠিত হবার পর ১৫ দিনের মধ্যে অসফল আবেদনকারীর জামানত আবেদনপত্রে উল্লেখিত ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়। ফলে অসফল আবেদনকারী স্বল্প সময়ে হইরানি ব্যতিরেকে তার টাকা ফেরত পান। সরকারি অন্যান্য দপ্তর/ সংস্থা জামানত ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে এ পস্থা অবলম্বন করতে পারে।

৩.২ সচিবালয় অভ্যন্তরভাগ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা

সচিবালয় দেশের প্রশাসন যন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিদিন নানাবিধ কাজের জন্য এখানে প্রচুর দর্শনার্থী ও কর্মকর্তার আগমন ঘটে। ফলে এ স্থানটির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ খুবই জরুরি। এ কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রতিদিন ভবনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে অফিস গুরুত্ব পূর্বেই অফিস কক্ষ ও টয়লেটসমূহ খোলা ও এগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে থাকে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংস্কার ও পরিচ্ছন্নতাও নিশ্চিত করা হয়।

একইভাবে অফিসের কার্যক্রম শেষ হলে প্রতিটি ভবনের কক্ষসমূহ ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা হয় সচিবালয়ের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।

৪.০ বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৪.১ মান অনুযায়ী রেস্তোরাঁর শ্রেণীকরণ

আবাসিক হোটেল সমূহের শ্রেণীকরণ থাকলেও আমাদের দেশে রেস্তোরাঁসমূহের মান অনুযায়ী কোন শ্রেণী ছিলনা। ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কতিপয় মানের ভিত্তিতে রেস্তোরাঁগুলোকে ক, খ ও গ মান প্রদানের জন্য গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট থেকে সুপারিশ প্রদান করা হলে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সুপারিশটি গ্রহণ করে।

মন্ত্রণালয় মান অনুযায়ী রেস্তোরাঁর শ্রেণীকরণের বিষয়টিকে আইন কাঠামোর মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে তা খসড়া বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খসড়া বিধিমালাটি আইন মন্ত্রণালয় ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে তা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সকল রেস্তোরাঁসমূহকে খসড়া বিধিমালায় প্রস্তাবিত মানদণ্ড অনুযায়ী শ্রেণীকরণের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

রেস্তোরাঁসমূহ মান অনুযায়ী শ্রেণীকরণ সম্পন্ন হবার পরে রেস্তোরাঁ তার মান অনুযায়ী সেবা প্রদান করতে বাধ্য হবে। ফলশ্রুতিতে ভোক্তাগণ উন্নততর সেবা পাবে।

রমজান মাসে রাস্তার ধারের দোকান, হোটেল, রেস্টোরার সাময়িক সম্প্রসারিত অংশ থেকে খাবার কিনে ইফতার সারা রাজধানী ঢাকার একটি ঐতিহ্য। বিশেষভাবে পুরাতন ঢাকা, নিউ মার্কেট, শাহবাগ, ফার্মগেট, ধানমন্ডি, সাত মসজিদ রোড, মিরপুর রোডসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ভেডরগণ সাময়িকভাবে ইফতারি বিক্রি করে থাকে। বিক্রেতাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞানের অভাব, অস্বাস্থ্যকর উপায়ে বিভিন্ন খাদ্য তৈরি, প্রদর্শনী ও বিক্রয় জনস্বাস্থ্যের জন্য এক বিশাল হুমকি ছিল। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেও এ সকল সিজনাল স্টিট ভেডরদের মুখরোচক ইফতারি বিক্রয় থেকে বিরত রাখা যেতো না।

এ অবস্থায় পরিবর্তন আনায়নের লক্ষ্যে “স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সুস্থ আমরা” শিরোনামে ২০১৫ সালের রমজান মাসে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন রাজধানীর শাহবাগ, ধানমন্ডি, সাত মসজিদ রোড, মিরপুর রোড পর্যন্ত স্টিট ভেডরদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও বিক্রয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা এর সচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্টিটভেডরগণ এখন মানসম্মত ঢাকনা দিয়ে খাবার ঢেকে রাখে, গ্লাভস পরে খাবার নাড়াচাড়া, বিক্রয়ের জন্য প্যাকিং করে থাকে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অন্যান্য ভেডরগণও এখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অনুসরণ করছে। এক্ষেত্রে কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শাস্তি বা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে স্টিট ভেডরদের নিবৃত্ত করার বিপরীতে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অনুপ্রেরণামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনার মাধ্যমে উজ্জীবিত করে উদ্ভাবনী উপায়ে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও প্রস্তুত খাবারের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থাগুলো এ উদ্ভাবনকে স্বস্থ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে।



৫.০ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৫.১

সৌদি আরব, কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে
গৃহকর্মী প্রেরণের পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রদান

বিদেশে গৃহকর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে পূর্বে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। যেহেতু গৃহকর্মীগণ অদক্ষ ছিলেন ফলে তাদের বেতনও কম হতো। আবার ভাষাজ্ঞান না থাকায় তারা অনেক সময় হয়রানিরও শিকার হতো।

এ সকল সমস্যা দূরীকরণে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মস্থান মন্ত্রণালয় গৃহকর্মী প্রেরণের পূর্বে তাদের জন্য ২১ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছে। এতে নিরাপদ অভিবাসন পদ্ধতি, নিজের কাজ সম্পর্কে ধারণা, ভাষাগত শিক্ষা, শ্রমিক অধিকার এবং বিদেশ হতে অর্থ প্রেরণ ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ফলে তারা নিজেদের দক্ষতা অর্জন এবং নিজের দায়িত্ব পালনে আরো বেশী আত্মবিশ্বাসী হয়। আবার প্রতারণা এবং হয়রানি হতেও নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

৫.২

বিদেশগামী কর্মীগণের অনলাইনে ভিসা যাচাই,
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, কাতার ও বাহরাইনে ভিসা অনলাইনে যাচাই করার কোন সুযোগ ছিল না। অনলাইনে ভিসা যাচাইয়ের সুযোগ না থাকায় প্রিন্টেড ভিসার সত্যতার বিষয়ে এ সকল দেশে কর্মী প্রেরণে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে ভিসার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হত। এতে বহির্গমন সেবা প্রদানে দীর্ঘসময় প্রয়োজন হত। ফলে বিদেশগামী কর্মীগণ মধ্যস্থত্বভোগী শ্রেণী কর্তৃক নানারূপ হয়রানি, প্রতারণা ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, কাতার ও বাহরাইনে ভিসা যাচাই প্রক্রিয়া ঐ সকল দেশের ওয়েব পোর্টালে সন্নিবেশিত থাকায় সে সমস্ত ওয়েব পোর্টাল বিএমই-টি'র ওয়েব পোর্টালের সাথে লিংক করা হয়েছে। লিংকে ঢুকে কিভাবে ভিসার সত্যতা যাচাই করা হবে সে বিষয়ে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে।



অনলাইনে ভিসা যাচাইয়ের সুযোগ থাকায় বিদেশগামী কর্মীগণ জেলা পর্যায়ের জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসসমূহ ছাড়াও দেশের যে কোন প্রান্ত হতে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে ভিসার সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছেন। এতে দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্য হ্রাস পেয়েছে।

সরকারি দপ্তর আন্তরিক হলে দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীর প্রভাব হ্রাস করে সেবা প্রদান সহজ ও স্বচ্ছ করা সম্ভব। এ জন্য বিধি বিধান কোন বাঁধা নয়। জনগণের সরাসরি সেবার সাথে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থা এ উদ্ভাবনকে অনুসরণ করতে পারে।

৫.৩

বিদেশগামী কর্মীগণের ফিঙ্গারপ্রিন্ট জেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

বিদেশগামী কর্মীগণকে বিদেশে চাকুরীর ভিসা প্রাপ্তির পর ফিঙ্গার ইমপ্রেশন দেয়ার জন্য পূর্বে সারাদেশ হতে ঢাকায় আসতে হতো। ক্ষেত্রবিশেষে তাদেরকে একাধিক-বার ঢাকায় আসতে হতো। এতে শ্রমিকদের অর্থ সহ অনেক সময় ব্যয় করতে হতো। তাছাড়া এই প্রক্রিয়ায় দালাল/ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী কর্তৃক কর্মীদের হয়রানি/ ভোগান্তির শিকার হতে হতো।

বর্তমানে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থাকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে দপ্তরের অভ্যন্তরীণ ও নাগরিক সেবা সহজিকরণের জন্য জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটের বিদেশ গমনেছু কর্মীগণের ফিঙ্গার ইমপ্রেশন গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বিদ্যমান জনবল কাঠামো ব্যবহার করেই এ বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

জেলা পর্যায়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট/ ফিঙ্গার ইমপ্রেশনের সুযোগ থাকায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিদেশগামী কর্মীগণ জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটে ফিঙ্গার ইমপ্রেশন প্রদানের সুযোগ পাচ্ছেন। ফলে তাদেরকে সময়, অর্থ ব্যয় করে ঢাকা আসতে হচ্ছে না। সদিচ্ছা থাকলে বিদ্যমান ব্যবস্থার দ্বারাও উন্নততর সেবা প্রদান করা সম্ভব। বিদেশগামী কর্মীদের স্বার্থে এই সেবাটিকে অন্যান্য জেলা কার্যালয়ে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।



৫.৪ ইলেক্ট্রনিক অভিবাসন ঋণ ব্যবস্থাপনা, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

বিদেশগামী কর্মীরা ব্যাংকের অভিবাসন ঋণপ্রাপ্তির জন্য তার নিকটবর্তী অত্র ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় সঠিকভাবে পূরণকৃত ঋণের আবেদনপত্র, ভিসার ফটোকপি, পাসপোর্টের ফটোকপি, ছবি ক্লিয়ারেন্স কার্ডের ফটোকপিসহ অন্যান্য ঋণ সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রসহ আবেদন করতেন। অতঃপর শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঋণ নথিতে গ্রাহক ও তার জামিনদারদের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক ঋণনথি সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে ও ছায়ানথি সংরক্ষণ করে ডাকে ঋণের মূল নথি প্রধান কার্যালয়ে ঋণ মঞ্জুরীর জন্য প্রেরণ করতেন। প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রীম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাকে মূলনথি প্রাপ্তির পর সকল কাগজপত্র যাচাইবাছাই করে ঋণ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করে মঞ্জুরীপত্রের ফটোকপি সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করে মূল নথি প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতেন। সংশ্লিষ্ট শাখার ব্যবস্থাপক গ্রাহকের ঋণের মঞ্জুরীপত্রের ফটোকপি সংরক্ষণ করে গ্রাহকের নিকট ঋণের চেক হস্তান্তর করতেন। ফলে পূর্বে শাখা হতে ডাকে ঋণের মূলনথি প্রেরণ করায় ঋণ মঞ্জুর হতে ০৫-০৭ দিন সময় প্রয়োজন হতো।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বর্তমানে শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রাহকের নিকট হতে ঋণ আবেদনের সাথে সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রাপ্তির পর ঋণনথির প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে গ্রাহক ও তার জামিনদারদের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক ঋণনথি সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রসমূহ স্ক্যান করে অনলাইনে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রীম বিভাগে প্রেরণ করে ও মূলনথি শাখায় সংরক্ষণ করেন। প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রীম বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অনলাইনে প্রাপ্ত কাগজপত্র যাচাই করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য ঋণের ছায়ানথি তৈরী ও ঋণ মঞ্জুরী প্রস্তুতপূর্বক তা অনলাইনে সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করে। শাখা ব্যবস্থাপক প্রধান কার্যালয় হতে ঋণ মঞ্জুরীপত্র প্রাপ্তির পর গ্রাহকের নিকট ঋণ মঞ্জুরীপত্র ইস্যু করে ঋণের চেক হস্তান্তর করেন। ফলে বর্তমানে ব্যাংকের শাখা ও প্রধান কার্যালয়ে ঋণ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অনলাইনে আদানপ্রদান করায় গ্রাহকের নিকট হতে সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রাপ্তির ০৩ কার্যদিবসের মধ্যে ঋণপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

ঋণ অনুমোদন পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। পূর্বে মূল ঋণনথিসহ ছায়ানথি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হতো। এখন প্রধান কার্যালয় ছায়ানথি তৈরি করে। মূলনথি শাখা কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকে। পূর্বের ডাক পদ্ধতির চেয়ে অনলাইনে তথ্য আদান প্রদান করায় দ্রুততম সময়ে গ্রাহক সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

ব্যাংকের শাখা ও প্রধান কার্যালয়ে ঋণ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অনলাইনে আদান প্রদান করায় গ্রাহকের নিকট হতে সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রাপ্তির মাত্র ৩ (তিন) কর্ম দিবস বা তার চেয়ে কম সময়ের মধ্যে অভিবাসন ঋণপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। দ্রুততার সাথে অভিবাসন ঋণ নিশ্চিত হওয়ায় বিদেশগামী কর্মীর চাকুরি নিয়ে বিদেশ যাত্রা সহজ হয়েছে।

৬.০ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

৬.১

ভূ- উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়ানো,
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

ক্রমাগত উত্তোলনের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যায়। বাংলাদেশের অনেক জেলায় এখন অনেক গভীরে নলকূপ স্থাপন করেও পানির স্তর পাওয়া যায় না। এ সমস্যার সমাধান এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ভূ-অভ্যন্তর ভাগের পানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ উৎসকে কাজে লাগিয়ে পরিশোধনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে স্থানীয় চাহিদা মেটানো গেলে ভূস্তরে পানির সমতা রক্ষা হবে। এছাড়াও উপকূলীয় এলাকায় যেখানে এ ধরনের উৎস কম সেখানে বৃষ্টির জলাধার বানিয়ে বর্ষাকালে ধরে রেখে বছরের অন্যান্য সময় তা ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

এ প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রাকৃতিক জলাধার তৈরি এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্নবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

৬.২

নলকূপ মেরামত সেবা সহজিকরণ,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজবাড়ী জেলা

জনগণের নিরাপদ পানির চাহিদা মেটানোর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে গড়ে ১০টি পরিবারের পানির চাহিদা পূরণের জন্য ১টি নলকূপ স্থাপন করে থাকে। কোন কারণে নলকূপ নষ্ট বা অকেজো থাকলে আওতাধীন পরিবার এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ১৫০-৩০০ ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদ সুপেয় পানির কষ্ট ভোগ করতো। পূর্বে মেরামত সেবা প্রাপ্তির জন্য সেবা গ্রহীতাকে অফিসে এসে নলকূপ মেরামতের আবেদন করতে হতো এবং মেকানিকের থেকে নির্দিষ্ট সময় প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাকে সাথে করে নলকূপের গোঁড়ায় নিয়ে মেরামতের ব্যবস্থা করতে

হতো। অনেক ক্ষেত্রে গ্রহীতার সেবা প্রাপ্তি ও তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে না জানার কারণে তাকে ব্যক্তিগতভাবে মেরামত করতে হতো অথবা মেরামতের অভাবে নলকূপ স্থায়ী অকেজো হয়ে পড়তো। সমস্যাটি সমাধানের জন্য উপজেলা দপ্তরের সাথে গ্রাহকের সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম (মোবাইল, ই-মেইল আইডি) চালু করা হয় এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নলকূপের বিস্তারিত তথ্য (নলকূপের আইডি, ধরন, গভীরতা, জিওগ্রাফিক লোকেশন, গ্রহীতার নাম, জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর, বিস্তারিত ঠিকানা প্রভৃতি) সম্বলিত একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রস্তুতপূর্বক তা ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালের উপজেলা ভিত্তিক ওয়েব পেজে আপলোড পূর্বক সংরক্ষণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও নলকূপ গ্রহীতাকে একটি কার্ড সরবরাহ করা হয় যাতে নলকূপের সাধারণ তথ্য (নলকূপের আইডি, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা, প্রকল্পের নাম, স্থাপনের সময়কাল ইত্যাদি) যোগাযোগের মাধ্যম ও মেরামতের জন্য করণীয় সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়। নলকূপ নষ্ট হলে মেরামতের জন্য গ্রাহক কার্ডে উল্লেখিত মোবাইলে/ ই-মেইলে নলকূপ আইডি উল্লেখ পূর্বক মোবাইল/ মেসেজ/ ই-মেইলের মাধ্যমে উপজেলা দপ্তরে যোগাযোগ করতে সমর্থ হয়। এভাবে ব্যর্থ হলে কিংবা কার্ড হারিয়ে গেলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালে আপলোডকৃত ডাটাবেজ হতে উক্ত নলকূপের তথ্য সংগ্রহপূর্বক যোগাযোগ এর ব্যবস্থা রাখা হয় এবং প্রয়োজনে উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার (UDC) এর সাহায্য গ্রহণপূর্বক মেরামতের আবেদন করারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

জনগণের সেবা প্রদানে উদ্ভাবনটি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে একজন সেবাগ্রহীতাকে ১০০ থেকে ১০০০ টাকা খরচ করে ২ থেকে ৩ বার উপজেলা অফিসে গিয়ে আবেদন করতে হত এবং সেবা প্রাপ্তিতে ৫ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে সেবাগ্রহীতার এই খরচ ও যাতায়াত নেমে এসেছে শূন্যের কোঠায় এবং সেবা প্রাপ্তিতে সময় লাগছে মাত্র ২ থেকে ৩ দিন।

উদ্ভাবনটিতে শিক্ষণীয় বিষয় হল সরকারি সেবা প্রদানে আন্তরিক ও ছোট উদ্ভাবন গ্রাহক পর্যায়ে অনেক বড় বড় অসুবিধা দূর করে। এজন্য প্রয়োজন গ্রহীতার দৃষ্টিতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করা ও সে অনুযায়ী সেবা প্রদানকে সহজিকরণ।

অতীতে ঢাকা নগরীতে পানির চাহিদার সাথে সরবরাহের একটা ঘাটতি সবসময়েই পরিলক্ষিত হতো। তাই পানির চাহিদা পূরণে জন্য জনগণ সাকশন পাম্প ব্যবহার করে লাইনের পানি টেনে নিজস্ব জলধারে জমিয়ে রাখতো। গ্রাহকগণ কর্তৃক সাকশন পাইপ ব্যবহারের ফলে সিস্টেমের প্রেসার অধনমিত হয়ে অনেক সময় নেগেটিভ প্রেসারের সৃষ্টি হতো। ফলে আশেপাশের ময়লা পানি সহজেই সিস্টেমে ঢুকে পরে পানিকে দূষিত করে তুলতো। তাছাড়া ঢাকা শহরের পানির নেটওয়ার্ক বহু পুরাতন ও জরাজীর্ণ হওয়ায় সিস্টেমে প্রচুর গুণ্ড লিকেজের সৃষ্টি হয়েছিল। এ ছাড়া সিস্টেমে অনেক অনুমোদনহীন সংযোগ ছিল। ফলে পানির অপচয় দাড়িয়েছিল উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ। অধিকন্তু, বিভিন্ন সময়ে নির্মিত পানির লাইন উঁচুনিচু থাকার কারণে পানি সুষ্ঠু বিতরণ ব্যাহত হতো। সমগ্র ঢাকা শহরে একক নেটওয়ার্ক সিস্টেম থাকায় উৎপাদিত পানি সুচারুরূপে ডিস্ট্রিবিউশন করাও দুরূহ ব্যাপার ছিল। সমস্যাগুলি সামগ্রিক পরিকল্পনায় না এনে পিসমিল আকারে যখন যেখানে প্রয়োজন প্রক্রিয়ায় সমাধান করা হতো।

ঢাকা শহরের পানি সরবরাহ সিস্টেমকে ভৌগলিকভাবে ১৪৪টি Meter Area District (DMA) ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি DMA পার্শ্ববর্তী DMA থেকে Hydraulically isotated রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। এক DMA-এর সিস্টেম প্রেসার একবারের (BAR) বেশী হলে পানি পার্শ্ববর্তী কম প্রেসার সম্বলিত DMA তে প্রবাহের জন্য DMC স্থাপন করা হয়েছে। প্রেসার সাসটেইনিং ভাল্ব DMA মিটার দ্বারা পানির এই আন্ত-রিটার্ন ভাল্ব ও বাল্ব-নন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রন করা হয়। ইতোমধ্যে ২৭টির কাজ শেষ হয়েছে এবং অচিরেই আরও ২০টি DMA কাজ শেষ হবে। বাকীগুলি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পর্যায়ক্রমে শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। সম্পন্নকৃত পুরানো লাইনগুলি আধুনিক পদ্ধতিতে HOS পাইপ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং বাড়ির সার্ভিস কানেকশনের জন্য প্রতিটি রাস্তায় অপেক্ষাকৃত কম ব্যাসের স্পগটি লাইন বসানো হয়েছে। হাউজ কানেকশনগুলিও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং বাড়ীর রিজার্ভারগুলির ওভার ফ্লো বন্ধের জন্য ফ্লোট ভাল্ব লাগানো হয়েছে।

DMA এর অভ্যন্তরের প্রতিটি গভীর নলকূপ মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে পরিচালনাসহ নলকূপের উৎপাদন ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল, পানির চাপ এবং বিদ্যুৎ খরচের হিসাব সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য SCADA (Supervisory Control

And Data Acquisition) সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এতে মিটার ও সিস্টেম প্রেসারের তথ্যও অবলোকনের ব্যবস্থা রয়েছে।

এ পদ্ধতিতে সমস্ত সমস্যাগুলিকে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনায় এনে সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে DMA প্রতিষ্ঠা করে পানি সরবরাহ সিস্টেমকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। গ্রাহকগণ বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছেন। নেটওয়ার্কে কোন দূষিত পানি প্রবেশের সুযোগ থাকছে না।

সরবরাহ ব্যবস্থাকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে পরিচালনার জন্য প্রতিটি নলকূপের পাম্প Variable Frequency Drive মোটরে সংযোজন করা হয়েছে। এ VFD SCADA সাথে সিস্টেম সংযোজন করে Remote Sensing এর মাধ্যমে নলকূপগুলির Operation control করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে প্রতিটি নলকূপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তে Efficient Energy Server নলকূপ পরিচালনের বিভিন্ন উপাত্ত এ প্রেরণ করা হচ্ছে যা পৃথিবীর যে কোন জায়গা হতে অবলোকনসহ নলকূপটি পরিচালনা করা যাচ্ছে।

DMA এলাকায় পানির অপচয় অভাবনীয় ভাবে কমে দাড়িয়েছে ৩%-১৪% -এর মধ্যে। ফলে জনগণ সার্বক্ষণিক পানি পাচ্ছে। লাইনে কোন সাকশান না থাকায় পানি সহজেই জনগণের বাড়ীর রিজার্ভারে পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে পাম্পের প্রয়োজন পড়ছে না। তাছাড়া সিস্টেমে প্রেসার থাকার কারণে বাইরের ময়লা নেটওয়ার্কে ঢুকতে পারছে না। ফলে গ্রাহক বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে। এতে একদিকে যেমন তাদের বিদ্যুৎ খরচ কমছে অন্যদিকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও খরচ দুইই কমেছে।

DMA পদ্ধতি পানি সরবরাহ সিস্টেমে এক বিশাল ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এতে সিস্টেম লস গড়ে ৭% এর মধ্যে নেমে এসেছে। সিস্টেমে প্রসার থাকায় গ্রাহকগণ সাকশন পাম্প ছাড়াই সার্বক্ষণিক সুপেয় পানি পাচ্ছে। ঢাকা শহরের পানির এ ব্যবস্থাপনাকে অনুসরণের জন্য ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান ও নেপাল হতে প্রতিনিধি এসে হাতে কলমে দেখেছে। সম্প্রতি ভারতীয় পত্রিকা 'The Indian Times' এ 'Learn from Dhaka to Reduce Water Loss' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

৭.০ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

৭.১ পলিথিন এর বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগের ব্যবহার

পলিথিন এর ব্যাপক ব্যবহার পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ। পলিথিন ব্যাগ সহজলভ্য হওয়ায় লোকজন তা ব্যবহারে অভ্যস্ত। কিন্তু পাট প্রাকৃতিক বস্ত্র বিধায় পচনশীল। এর ব্যবহার পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলে না। পলিথিনের পরিবর্তে নেট, কাগজ, তুলা ও পাটের ব্যাগের ব্যবহার বাড়তে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে পাট মেলা অন্যতম। আয়োজিত এ মেলা পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহারে ক্রেতাসাধারণকে আগ্রহী করে তোলে। যা পাটের বহুমুখী ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে ভূমিকা রাখে।

৮.০ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৮.১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থান সশ্রয়ে ভবনগুলোর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ভবন সম্প্রসারণের ফলে অনেক খালি জায়গা নষ্ট হয়। ফলে বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ বা বাগান করার মত এক টুকরো জায়গা থাকেনা। কিন্তু পিইডিপি প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে যে সকল বিদ্যালয় নির্মাণ হচ্ছে তা একাধিক তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করার জন্য ফাউন্ডেশন দিয়ে তৈরি করা হয়। ফলে ভবিষ্যতে শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা বাড়তে হলে সহজেই ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা যায়। এতে করে খালি জায়গা থাকবে এবং খেলার মাঠ বা বাগানের জায়গা নষ্ট হবে না।

৮.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশে নির্দেশনা জারি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে বিভিন্ন উৎসব পালন কালে দেশীয় সংস্কৃতির সাথে মিল রেখে বিষয়বস্তুর পরিবেশনা দেশীয় সংস্কৃতির সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটায়। একইসাথে শিক্ষার্থীগণ দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি উৎসাহী হয়।

প্রতিবছর ১লা বৈশাখ, নজরুল ও রবীন্দ্র জয়ন্তী এবং অন্যান্য দিবস উদযাপন কালে দেশীয় সংস্কৃতি অনুসরণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা জারির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

৮.৩ দুর্গম এলাকায় খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসার ঘটানো

দেশের দুর্গম এলাকাগুলোর ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয় পর্যায়ে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার যথাযথ সুযোগ পেতে ২০১০ সাল হতে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ এবং ২০১১ সাল হতে বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল খেলা নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইউনিয়ন হতে শুরু করে ধাপে ধাপে এই প্রতিযোগিতা জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ফলে তৃণমূল হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা খেলাধুলার সুযোগ পাচ্ছে।

আবার একইভাবে বিদ্যালয়গুলোতে সাংস্কৃতিক চর্চার আয়োজনে ব্যবস্থা করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। যা স্থানীয় পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতি বছর জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠদের পুরস্কৃত করে থাকেন যা উৎসাহ যোগায় সকলকে।

৮.৪ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালের সহায়তা নিয়ে দেশ পরিচিতি জ্ঞানসহ নিজ নিজ পূর্ণ ঠিকানা লিখতে এবং বলতে শেখানো

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর ১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বইতে বাংলা এবং ইংরেজিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজের নাম, ঠিকানা, স্কুলের পরিচিতি বলতে ও লিখতে শেখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এতে করে একটি শিশু তার নিজের ঠিকানা বলতে ও লিখতে পারে। ফলে শিশুটি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে আবার ঠিকানা জানার কারণে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাও কমে যায়।

৮.৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের পর্যাপ্ত টয়লেটের ব্যবস্থা করা

“পর্যাপ্ত টয়লেটের সুবিধা না থাকায় মেয়েরা স্কুল বিমুখ হচ্ছে” এ শিরোনামের একটি সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর মেয়েদের স্কুলগামী করার জন্য যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত টয়লেটের সুবিধা নেই সে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে টয়লেটের সুবিধা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং ছাত্রীদের জন্য আলাদা কক্ষের টয়লেট রাখা হয়েছে।

৯.০ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

৯.১

ছাত্রছাত্রী ও যুব সমাজের মধ্যে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা বৃদ্ধির মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক বিকাশের পাশাপাশি বিপথগামী ও নেশাগ্রস্ততা হতে রক্ষা করা

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ধীন বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর ছাত্রছাত্রী ও যুব সমাজের মধ্যে খেলাধুলার চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমগ্র দেশে ক্রীড়া প্রতিভা অন্তর্ভুক্তকর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলার পাশাপাশি মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

এছাড়া ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া চর্চা ও ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রতিবছর বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত জেলা ক্রীড়া অফিসের ক্রীড়া সূচি মোতাবেক ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। উক্ত ক্রীড়া কর্মসূচির বাস্তবায়নের সময় মাদকের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য জেলায় ‘অনুর্ধ্ব-১৮’ এবং প্রতিভা অন্তর্ভুক্তকর্মসূচির মাধ্যমে দেশের দুর্গম এলাকার ছাত্রছাত্রীদের (অনুর্ধ্ব-১৫) মাদকের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা ও যুব সমাজের খেলাধুলার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।



বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/ বিভাগ/ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত
উদ্ভাবনী প্রস্তাব সমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভা

১০.০ অর্থ মন্ত্রণালয়

১০.১

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে স্বল্প সময়ে
বহির্বাংলাদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণ বহির্বাংলাদেশ ছুটি/ বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন করলে তার অনুমতি পেতে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হতো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে বিদেশ ভ্রমণে সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে যেত।

এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে বহির্বাংলাদেশ ছুটি/ বিদেশ ভ্রমণের অনুমতির জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সাদা কাগজে আবেদন গ্রহণ করা হতো। সাদা কাগজে আবেদন করায় অনেক সময় প্রয়োজনীয় তথ্যাদির ঘাটতি থাকতো। প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য আবেদনকারীকে জানানো হতো। তারপর আবেদনকারী ব্যক্তিগতভাবে এ বিভাগে এসে তথ্য দিয়ে যেতো অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করতো। অতঃপর এ ভাবে একটি পূর্ণ আবেদন প্রাপ্তির পর প্রতিটি আবেদনকে পৃথক কেস হিসেবে বিবেচনা করে নথিতে উপস্থাপন করা হতো। সারসংক্ষেপ এবং নোটসহ নথি প্রস্তুত করে মাননীয় মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণের পর আদেশ জারি করা হতো। আবেদন প্রাপ্তির পর তা অনুমোদন শেষে আদেশ জারি হতে প্রায় ১৫ দিন সময় লাগতো। এছাড়া প্রতিটি আবেদনের জন্য পৃথক পৃথক সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করায় শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অনেক পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করতে হতো। সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আদেশ জারি হতো প্রস্তাবিত ভ্রমণ সময়ের কাছাকাছি সময়ে। ফলে ভ্রমণকারীকে বিদেশ ভ্রমণের জন্য অত্যাৱশ্যকীয় কাজ যেমন, বিমানের টিকেট ক্রয়, ভিসা প্রাপ্তি ইত্যাদি সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়তো। এছাড়া আবেদনের সংখ্যা বেশী থাকায় সংশ্লিষ্ট শাখায় এ সংক্রান্ত অনেক আবেদন সব সময়ই নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন থাকতো।

উল্লিখিত সমস্যা উপলব্ধি করে তা সমাধানের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের পক্ষ থেকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন ফরম এবং মাননীয় মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রীর জন্য একটি সারসংক্ষেপ এর নমুনা প্রণয়ন করে এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রদান করা হয়েছে। আবেদন ফরমটিতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যসহ আবেদনকারীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ব্যবস্থা আছে। আবেদন ফরম এবং সারসংক্ষেপ এর পূরণকৃত ছক প্রাপ্তির পর এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা হতে তথ্যগুলো যাচাই বাছাই করে সরাসরি ফাইলে উপস্থাপন করে মাননীয় মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রীর

অনুমোদন নিয়ে বহির্বাংলাদেশ ছুটি/ বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের পক্ষ থেকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন ফরম এবং মাননীয় মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রীর জন্য একটি সারসংক্ষেপ এর নমুনা এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রদান করা হয়েছে। যা উদ্ভাবনের ফলে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণের বহির্বাংলাদেশ ছুটি/ বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রাপ্তি অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে আবেদন প্রাপ্তির পর তা নিষ্পত্তি হতে সময় লাগে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) দিন।

অন্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এ উদ্ভাবনকে অনুসরণ করতে পারে।

১০.২ অনলাইনে বেতন নির্ধারণ, অর্থ বিভাগ

ম্যানুয়ালি বেতন নির্ধারণ অনেক জটিল এবং সময় সাপেক্ষ ছিল। এটি তৈরি করতে ভুলত্রান্তি বেশী হতো, সেগুলো সংশোধন করতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হতো। জটিলতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ বেতন নির্ধারণের জন্যে হিসাবরক্ষণ অফিসের উপর অনেকটা নির্ভর করতো। ম্যানুয়ালি বেতন নির্ধারণের ফলে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের কোন Central Data Bas তৈরী করা সম্ভব হতো না।

এই পদ্ধতিতে কর্মচারীগণ এখন নিজে নিজেই ইন্টারনেট এর মাধ্যমে Online Pay Fixation করে তাঁর বেতন নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ অফিসে প্রেরণ করতে পারবে। এখন National ID নম্বর ও জন্ম তারিখ ব্যবহার করে ঘরে বসেই Online এ বেতন নির্ধারণ করা যাচ্ছে। এটি গতানুগতিক ম্যানুয়ালি পদ্ধতি থেকে অনেক উন্নততর। এক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের তথ্য সংগ্রহ করতে হয়নি। নির্বাচন কমিশনের Database থেকে বেতন নির্ধারণের পাশাপাশি কর্মচারদের Database তৈরি হয়েছে।

Central Data Base এর মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের Online Pay Fixation তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। ফলে সরকারের পক্ষে বাজেট তৈরির কাজে এটি ব্যাপক সহায়ক হবে। এছাড়া প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ ও পেনশনারগণ ঘরে বসেই দ্রুততর সময়ে তাঁদের বেতন ও পেনশন নির্ধারণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণকে নিজে নিজেই ইন্টারনেট এর মাধ্যমে বেতন নির্ধারণ করতে হয় বিধায় সবার মধ্যে প্রযুক্তি ব্যবহারের মানসিকতা গড়ে উঠবে।

১০.৩ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, অর্থ বিভাগ

চেকের মাধ্যমে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের চেক সংগ্রহ করে ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করতে হতো। চেক গ্রহণ, ব্যাংকে জমাদান থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক এর ক্লিয়ারেন্স হয়ে টাকা গ্রাহকের একাউন্টে পৌঁছাতে সময় লাগত।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতার অর্থ চেকের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে Electronic Fund Transfer (EFT) আকারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করা হয়। এতে চেক সংগ্রহের জন্য কাউকে হিসাব রক্ষণ অফিসে এবং জমাদানের জন্য ব্যাংকে যেতে হয়না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীর একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় এবং তাঁর মোবাইল ফোনে ম্যাসেজ আকারে জানানো হয়। ভাতার অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর ব্যাংক একাউন্টে জমা হয় বিধায় বেতন প্রাপ্তির ভোগান্তি, যাতায়াত খরচ ইত্যাদি হ্রাস পেয়েছে।

১০.৪ অনলাইনে বিল, নিষ্পত্তির অবস্থা জানা, হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

হিসাবরক্ষণ অফিসে বিল দাখিলের পর সময়মত নিষ্পত্তি হচ্ছে কি না তা এক নজরে মনিটর করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে দাখিলকৃত বিলের অর্থ সময়মত পরিশোধের ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতো। হিসাবরক্ষণ অফিসে দাখিলকৃত বিল Online Bill Clearing Status নিষ্পত্তির হালনাগাদ অবস্থা অর্থাৎ বিভিন্ন ক্যাটাগরির বিল সর্বশেষ কত তারিখ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়েছে তা মনিটরে ডিসপ্লে আকারে অফিস ভিত্তিক পরপর প্রদর্শন হতে থাকবে। এতে করে বিল দাখিলকারী তাঁর বিলটি নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা তা জানতে পারবে। এর মাধ্যমে বিল দাখিলকারীগণ Online Bill Clearing Status বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে তাঁর দাখিলকৃত বিল নিষ্পত্তির হালনাগাদ অবস্থা তাৎক্ষণিক জানতে পারবে। এতে করে গ্রাহকের এ সংক্রান্ত কাজে Time, Cost এবং Visit (TCV) অনেক হ্রাস পাবে।

এ ব্যবস্থার ফলে জনগণ ঘরে বসেই স্বল্প খরচে তাঁদের দাখিলকৃত বিলসমূহের নিষ্পত্তির হালনাগাদ অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারছে।

প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প খরচে জনগণকে সর্বোত্তম সেবা দেয়া সম্ভব এবং এ ধরনের পদক্ষেপ বর্তমান সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ের সঙ্গে সার্বিক দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১০.৫ অনলাইনে ট্রেজারি চালান যাচাই, অর্থ বিভাগ

সরকারি দপ্তর/ সংস্থা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত ব্যাংকে সরকারের প্রাপ্য বিভিন্ন ফি, ট্যাক্স জমা করে থাকে। জমাকৃত অর্থ যথাযথ কোডে সরকারি কোষাগারে সঠিক ভাবে জমা হল কিনা তা নিশ্চিতের জন্য তাদেরকে পুনরায় হিসাব রক্ষণ অফিসে গিয়ে তা যাচাই করতে হতো। শুধু তাই নয় সরকারি টাকা যথাযথ ভাবে জমা হয়েছে মর্মে প্রত্যয়ন সংগ্রহ করে অফিসে রাখতে হতো। কোষাগারে জমাকৃত অর্থের চালান ভেরিফিকেশনের জন্য জনগণকে অনেক সময় অর্থের অপচয় করে হিসাবরক্ষণ অফিসে আসতে হতো। হিসাব রক্ষণ অফিসকেও এ সকল ডকুমেন্ট সংরক্ষণ ও বিভিন্ন জমাদাতার চাহিদার প্রেক্ষিতে যাচাই করে প্রত্যয়ন দিতে প্রচুর সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হতো। চালান ভেরিফিকেশন অনলাইন ভিত্তিক হওয়ায় জনগণ ইন্টারনেট ব্যবহার করে ঘরে বসেই তাঁদের জমাকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে পারছে।

ঘরে বসে ইন্টারনেট ব্যবহার করে চালান যাচাই করার সুবিধা প্রাপ্তিতে জনগণকে আর হিসাবরক্ষণ অফিসে আসার প্রয়োজন হয় না। এর ফলে এ সংক্রান্ত সেবা পেতে জনগণের সময়, অর্থ ও ভ্রমণের পরিমাণ একেবারেই হ্রাস পেয়েছে।

প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প খরচে জনগণকে সর্বোত্তম সেবা দেয়া সম্ভব এবং এ ধরনের পদক্ষেপ বর্তমান সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ের সঙ্গে সার্বিক দিক দিয়ে নতুন এক সংযোজন। এর ফলে জনগণ ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মনস্ক হয়ে উঠবে।

১০.৬ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এ অনলাইনে আপীল দাখিল

বিদ্যমান ব্যবস্থায় আপীল দায়েরের জন্য করদাতাদের ব্যক্তিগতভাবে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে অফিসে আসতে হতো। এর ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত সময় ব্যয় হতো, যাতায়াতের জন্য অর্থব্যয়সহ বিভিন্ন কাগজপত্র সংগ্রহে অনাবশ্যিক সমস্যা তৈরী হতো। এ সমস্যার সমাধানে একটি Software Develop করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরে বসেই সরকারি সেবা গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করা হয়েছে, ফলে

(ক) করদাতা/ তার প্রতিনিধি নিজ নিজ অফিসে বসে অনলাইনে আপীল দায়েরের ফলে মূল্যবান সময়ের অপচয় রোধ করতে পারবেন।

(খ) সারা দেশের বিপুল সংখ্যক করদাতাকে/ তার প্রতিনিধিকে আপীল দায়েরের জন্য স্বশরীরে উপস্থিত হতে হবে না বিধায় যাতায়াতের জন্য আর্থিক সাশ্রয়সহ তারা অন্যান্য কাজকর্ম যথারীতি করতে সক্ষম হন।

(গ) সরকারি অফিসে অনেক সময় প্রয়োজনীয় লোকবল না থাকায় করদাতা/ তার প্রতিনিধিকে কাজিত সেবা প্রদান করা সম্ভব হতো না। অনলাইনে আপীল দায়েরের কার্যক্রম চালু হওয়ায় ঘরে বসেই এ সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণকে তাদের কাজিত সেবা প্রদানের বিষয় নিশ্চিত করাসহ তাদের সব ধরনের হয়রানি/ অসুবিধা দূর করা সম্ভব হবে।

তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণকে তাদের কাজিত সেবা প্রদানের বিষয় নিশ্চিত করাসহ তাদের সব ধরনের হয়রানি/ অসুবিধা দূর করা সম্ভব। বিভিন্ন মামলা ও অভিযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে দপ্তর/ সংস্থা এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে।

১১.০ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

১১.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে Tracking Software এর ব্যবহার, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশে গণখাতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর থেকে প্রবর্তিত বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে গতানুগতিক কর্মসম্পাদনের পরিবর্তে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফলাফল অর্জনে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে চুক্তির মেয়াদকালের মধ্যে চুক্তিভুক্ত প্রতিটি কাজ নিষ্পন্নের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ সদাসর্বদা চাপের মধ্যে থাকে। ফলাফল ভিত্তিক এ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাফল্যে তাই গতানুগতিক মনিটরিং ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ২০১৫-২০১৬ সালে Tracker Software ডেভেলপ করেছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৫-১৬ এর আওতাধীন প্রত্যেক কর্মসম্পাদন সূচক বা Performance Indicator (PI) এর বিপরীতে একজন করে Focal Point Officer কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার বিপরীতে একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে তদারককারী নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতিটি সূচকের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও তদারককারীর কাজ নির্ভুলভাবে Conduct করার উদ্দেশ্যে একটি APA Tracker Software Develop করা হয়েছে। এ Software এ সংশ্লিষ্ট Focal Point Officer তাঁর input দিবেন এবং প্রদত্ত

input এর সঠিকতা যাচাই সাপেক্ষে তাঁর Supervising Officer সেই কর্মসম্পাদনসূচক অনুমোদন/ প্রত্যাখ্যান করবেন। Software টির Administrative Account থেকে সকল User এর Input/ Comment/ Login Record পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। এ প্রক্রিয়ায় সকল কর্মকর্তাকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা গেছে। ফলশ্রুতিতে চুক্তির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিভুক্ত অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, সংস্থা এ Tracker Software রিপোর্ট করতে পারে।

১১.২

সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণে পিএমআইএস বাস্তবায়ন,
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের/ প্রকল্প পরিচালকগণ আইএ-মইডির নির্ধারিত ফরমেটে তথ্যসমূহ হালনাগাদ করে তাদের নিজস্ব মন্ত্রণালয়/ বিভাগের তথ্যসমূহ যাচাই বাছাই করে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মনিটরিং সেক্টরে প্রেরণ করেন। সেক্টরসমূহ এ তথ্যাদি যাচাই বাছাই করে সমন্বয় সেক্টরকে অবহিত করে। সমন্বয় সেক্টর অন্যান্য সেক্টরের একটি ল্যানভিত্তিক সফটওয়্যার সহযোগিতায় বর্তমানে চালুকৃত আইএমইডি (desktop application) এর মাধ্যমে হালনাগাদ করে। এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের বার্ষিক/ ত্রৈমাসিক/ মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা হচ্ছে-

- প্রকল্পসমূহের সকল তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না;
- এলাকাভিত্তিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না;
- তথ্যাদি বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে আইএমইডিতে আসতে এবং এইসব তথ্যাদি ডাটাবেইজে এন্ট্রি করে রিপোর্ট দিতে ৩-৬ মাস সময় লেগে যায়;
- হালনাগাদকৃত তথ্যাদি ডাটাবেইজে রাখা হয় এর ফলে বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং চলমান প্রকল্পের পুরাতন ডাটার নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে যায়।

এ সকল সমস্যার সমাধানে অত্র বিভাগের আওতাধীন Strengthening & Monitoring Evaluation Capabilities of IMED প্রকল্প থেকে মনিটরিং ব্যবস্থা ডিজিটলাইজ করতে লাইন ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন

এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ এফ্রিতে PMIS Application প্রায় সমস্ত ডাটা প্রকল্প পরিচালকগণ সরাসরি এফ্রি করবেন। এজন্য প্রকল্প পরিচালকগণ প্রথমে মৌলিক উপাত্ত ও (Basic Data) ডাটাবেইজে একটি বছরওয়ারী টার্গেটসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এফ্রি ও আপডেট করবেন। এরপর তারা চলমান ডাটাসমূহ, অর্থ ছাড়, সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, যেমন বিভাজন (dynamic Data) বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডাটাবেইজে আপডেট করবেন যা তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমকেও ত্বরান্বিত করবে। এরপর তারা প্রতি মাসের হিসাব পরবর্তী মাসের প্রথম ২ দিনের মধ্যে ডাটাবেইজে এফ্রি করে দিবেন। এই সমস্ত ডাটা মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহ তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণকরত অনুসমর্থন (যা একটি বাটন পুশের মাধ্যমে করা যাবে) করে দিবেন। (Ratification) বিভাগসমূহ সরাসরি প্রতিবেদনগুলি আইএমিইডি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দেখতে পাবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, একনেক সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এর মাধ্যমে প্রকল্পসমূহের হালনাগাদ তথ্যাদি (Dashboard) নিজ নিজ ড্যাশবোর্ড চার্টের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। ফলে-

- এডিপিভুক্ত সকল উন্নয়ন প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যাবে;
- এনইসি একনেক এবং সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের জন্য ড্যাশবোর্ড থেকে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন পাওয়া যাবে;
- সমাপ্ত প্রকল্পের বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন পাওয়া যাবে;
- উপজেলা ওয়ারী এবং আর্থিক অবস্থার খাত ওয়ারী তথ্য পাওয়া যাবে;
- এছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে পরিদর্শন সূচি, চলমান প্রকল্পের ও সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের (In depth monitoring) নিবিড় পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা করবে;



১২.০ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১২.১ পর্যটক সেবা বৃদ্ধিতে ব্যবস্থা গ্রহণ, টুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার

কক্সবাজারে গমনকারী পর্যটকগণ তাদের ভ্রমণ আনন্দকে স্মরণীয় করে রাখতে ছবি তুলতে পছন্দ করেন। কিন্তু স্থানীয় ক্যামেরাম্যানগণ পর্যটকদের অনেক সময় হয়রানি করে থাকেন। প্রতিটি ছবির জন্য বেশী টাকা নেয়া, অতিরিক্ত ছবির কপি নিতে বাধ্য করা যার মধ্যে অন্যতম। আবার আগত পর্যটকগণ অনেক সময় বিভিন্ন রাইডে চড়তে গিয়ে বা কিডকেড (ছাতা চেয়ার) ব্যবহারের সময় তার ভাড়া নিয়ে দরকষাকষির মধ্যে পড়েন।

এ সকল সমস্যার সমাধানে টুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার স্টুডিও মালিকদের জন্য একটি ফটোগ্রাফার্স প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। এছাড়াও রাইড এবং কিডকেট এর ভাড়াও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ফলে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ভ্রমণে আগত পর্যটকগণ অহেতুক হয়রানির হাত হতে রক্ষা পেয়েছেন এবং নির্বিঘ্নে তারা সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন।

১৩.০ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১৩.১ ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় প্রমিত দক্ষতা অর্জন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষার উচ্চারণের ক্ষেত্রে অনেকসময় শিক্ষার্থীগণ বাংলায় লেখা পড়ে ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করে। কখনো কখনো তারা আঞ্চলিক উচ্চারণেও ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করে থাকে। এতে মানসম্মত ইংরেজি উচ্চারণ ব্যাহত হচ্ছিল। ইংরেজি শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও প্রতিষ্ঠান ভেদে ইংরেজি উচ্চারণে ভিন্নতা থাকতো। এছাড়া ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষককে একাডেমিক প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রমিত ইংরেজি উচ্চারণে সক্ষম করে তোলা অনেক সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। তাছাড়া শিক্ষকদের কাছ থেকে শেখার ক্ষেত্রেও প্রমিত উচ্চারণে কিছু বিচ্যুতি থেকেই যেত। অধিকন্তু, ছাত্ররা শুধুমাত্র ক্লাস চলাকালেই ইংরেজি উচ্চারণ শিক্ষার সুযোগ পেত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সহায়তায় ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের listening text সমূহের প্রমিত উচ্চারণ সম্বলিত অডিও ফাইল English in Action Project এর সহযোগিতায় প্রস্তুত করেছে। এই ফাইলগুলো জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সংশ্লিষ্ট

শিক্ষাক্রমের নির্দেশিকা ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি সিডি/ডিভিডি আকারে এবং www.nctb.gov.bd ওয়েবসাইটে রাখা আছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থীগণ ফাইলগুলো ব্যবহার করে প্রমিত ইংরেজি উচ্চারণ করতে পারবে।

ইংরেজি উচ্চারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি উদ্ভাবন। এ পদ্ধতিতে একই সাথে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অভিন্ন উচ্চারণ আয়ত্ত করতে পারে। শিক্ষার্থীরা একই সাথে শিক্ষক ও ওয়েব বেসড ভার্সন থেকে ইংরেজি উচ্চারণ করার সুযোগ পাচ্ছে। অধিকন্তু, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ যে কোনো সময় ও স্থান থেকে Web-based version থেকে ইংরেজি উচ্চারণ শিখতে পারছে।

১৪.০ রেলপথ মন্ত্রণালয়

১৪.১ বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেন ট্র্যাকিং ও মনিটরিং সিস্টেম (টিটিএমএস), রেলপথ মন্ত্রণালয়

পূর্বে সম্মানিত যাত্রীসাধারণ চলন্ত ট্রেনের অবস্থান জানতে পারতেন না। এমনকি বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেন অপারেশন এর সাথে জড়িত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণও দুটি স্টেশনের মধ্যে অবস্থিত ট্রেনের অবস্থান জানতে পারতেন না। এটি সূষ্ঠা ট্রেন চলাচল ব্যবস্থাপনার অন্তরায় ছিল। চলমান কোন ট্রেনের অবস্থান বিষয়ে ভ্রমণরত ও বিভিন্ন স্টেশনে অপেক্ষমাণ যাত্রীদের বিভিন্ন অনুসন্ধানের সঠিক জবাব দিতে দায়িত্বরতগণ হিমশিম খেতেন। তাছাড়া এতে ভ্রমণ ইচ্ছুক ও তাদের স্বাগত ও বিদায় জানাতে আসা লোকজনদের বেশী সময় ব্যয় করতে হত।

Vehicle Tracking সারা বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি প্রযুক্তি। Global Positioning System (GPS) এবং Geographic Information System (GIS) ভিত্তিক প্রযুক্তির ডিভাইস সকল আন্তঃনগর/ মেইল ট্রেনে স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত ডিভাইস গুলো Vehicle Tracking সার্ভারের সাথে সংযুক্ত থেকে real time ভিত্তিতে ট্রেনের তথ্যাদি প্রদান করছে। এ সেবার মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ২০০০০ লোক SMS এর মাধ্যমে চলন্ত ট্রেনের খবরাখবর নিচ্ছেন।

এখন যাত্রীরা তাদের অবস্থান থেকে চলন্ত ট্রেনের অবস্থান জেনে নিজেদের যাত্রার সময় ঠিক করে নিতে পারছেন। অনেক আগে স্টেশনে আসতে হচ্ছেনা বা তারা ট্রেনের সময় জানার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত লোকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলছেননা। বাংলাদেশ রেলওয়ের এ সেবা বিনা খরচে চালু করেছে বিধায় এ জন্যে তাদের কোন অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছেনা।

১৫.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

১৫.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র গঠন

পূর্বে দুর্যোগকালীন সময়ে দুর্যোগ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে তথ্য প্রেরণ কঠিন ও সময় সাপেক্ষ ছিল। এতে দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ ও জনসাধারণকে অবহিত করণ বিঘ্নিত হতো। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক কাজ অতিদ্রুত সম্পন্ন করার জন্য ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্য প্রবাহের অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অধীন ৬৪টি জেলা সদর দপ্তর এবং ৩৮৫টি উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের দপ্তর পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র বা Disaster Management Information Center (DMIC) গঠন করা হয়েছে। DMIC হতে SMS এর মাধ্যমে Disaster Alert ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তাদের নিকট পৌঁছানো হয়। সেবা চালুর ফলে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে দ্রুত দুর্যোগ বিষয়ে জানানো যায়। এতে করে দুর্যোগ মোকাবেলায় দুর্যোগকালীন সময়ের পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ অনেক সহজ হয়েছে। দ্রুত জনগণকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় বলে জনগণের অনেক ক্ষতি এড়ানো যায়।

১৫.২ ডাটাবেজের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা

ঘূর্ণিঝড়ের সময় লোকজনদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে। যথাযথ ইনভেন্টরির অভাবে এগুলোর অবস্থান, নির্মাণকাল, ব্যবহার উপযোগিতা, মেরামত/ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা দুর্বল ছিল।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি ওয়েবসাইট ভিত্তিক ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়েছে (www.dmic.org.bd)। এ ডাটাবেজটিতে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর কাঠামোগত এবং আনুষঙ্গিক তথ্য যেমন অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, ভৌগোলিক অবস্থান, ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ ডাটাবেজটির তথ্য ব্যবহার করে নতুন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সঠিক স্থান নির্ধারণ করা, পুরাতনগুলোর সময়মত মেরামত করে ধারণক্ষমতা ঠিক রাখা সহজ হয়েছে। এছাড়া ঘূর্ণিঝড়ের সময় লোকজনকে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার উপযুক্ত পথ নির্ধারণ করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে।

যে সকল সরকারি বিভাগ, সংস্থার সারাদেশে অবকাঠামো ছড়িয়ে রয়েছে, তারা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আশ্রয় কেন্দ্র ডাটাবেজের অনুরূপ ডাটাবেজ তৈরি ও ব্যবহার করতে পারে।

১৬.০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

১৬.১

সরকারি গেজেট সংরক্ষণের জন্য Online Gazettes Archive তৈরি, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সরকারের বিভিন্ন আদেশ নির্দেশনা প্রকাশ করে সময় সময়ে বিভিন্ন গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে প্রয়োজনের সময় তা পাওয়া যায় না।

এ সকল সমস্যার সমাধানে মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে একটি ট্যাব খোলা হয়েছে যেখানে সকল গেজেট নির্দিষ্ট Gazettes Archive এর ওয়েব সাইটে (BG Press) তারিখসহ নিয়মিত আপলোড করা হয়। অনলাইনে এই গেজেড আর্কাইভ থেকে যে কোনও মন্ত্রণালয়ের যে কোনও কর্মকর্তা ও সাধারণ জনগণ পৃথিবীর যে কোনও প্রান্ত থেকে বিনামূল্যে গেজেট ডাউনলোড ও সংরক্ষণ করতে পারেন।

১৭.০ শিল্প মন্ত্রণালয়

১৭.১

শ্রমিকদের জন্য হেল্প লাইন প্রতিষ্ঠা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

গার্মেন্টস শিল্প সেক্টর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরী ও অন্যান্য ন্যায্য সংগত অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা ও সুরক্ষা বিষয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য শ্রমিকদের ব্যক্তিগতভাবে অফিসে এসে লিখিত অভিযোগ প্রদান করতে হতো। এ জন্যে তাদেরকে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান থেকে ছুটি নিতে হতো। এতে শ্রমিকদের সময় অপচয়, আর্থিক ক্ষতি এবং হয়রানির সম্মুখীন হতে হতো। নারী শ্রমিকরা অন্যায় আচরণ, মজুরি বৈষম্যের প্রতিকারের জন্য নানা ধরনের হয়রানির মুখোমুখি হতো। অভিযোগ দায়ের সহজ ও ব্যয়হীন করার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ১৫ মার্চ ২০১৫ একটি হেল্প লাইন চালু করেছে। যার নম্বর হলো ০৮৮০০৪৪৫৫০০০। শ্রমিকরা হেল্প লাইন ব্যবহার করে বিনা ব্যয়ে যে কোন স্থান থেকে অভিযোগ জানাতে পারছে।

এ উদ্ভাবনের মূল লক্ষ্য ছিল অভিযোগ প্রদানের সুযোগ শ্রমিকদের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেয়া। অভিযোগ প্রদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য শ্রমিকদের অনুকূলে নেয়া। গ্রহণ পদ্ধতি ও প্রতিকার সহজিকরণ।

১৫ মার্চ ২০১৫ একটি হেল্প লাইন চালু করার ফলে শ্রমিকরা বিনা মূল্যে যে কোন স্থান হতে যে কোন সময় তাদের অভিযোগ জানাতে সক্ষম হচ্ছে। অভিযোগ সম্পর্কে প্রতিকার খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে

শ্রমিকদের আর্থিক ক্ষতি এবং হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে না।

উদাহরণ: অভিযোগ নং ৬৫৩।

অভিযোগকারী জনাব মোঃ জাহিদুল হক কলার ছয়াওয়ে টেকনোলজি বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯.১২.২০১০ তারিখে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেন। তাকে চলতি বছরের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে বিনা নোটিশে উক্ত কোম্পানীর এইচ.আর.ডি.রেস্ট্র, এ.এম.এস. ডিরেক্টর, সি.এস. ম্যানেজার এবং এস.টি.এম ম্যানেজার চাকুরি থেকে বের করে দেন। কিন্তু কি কারণে বের করে দেওয়া হয় তা সম্পর্কে তাকে কিছুই জানানো হয়নি। কলার তার চাকুরি ফিরে পেতে চায় আর যদি চাকুরি ফিরে না তাহলে শ্রম আইন অনুযায়ী তার পাওনা পেতে হেল্প লাইনে সহযোগিতা কামনা করেছেন।

প্রতিকার: অভিযোগটি গ্রহণের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক জনাব মোঃ আলমগীর হোসাইন কলারের সাথে স্বশরীরে কথা বলে জানা যায় ছয়াওয়ে টেকনোলজি বাংলাদেশ লিঃ কিছু দিন পূর্বে তার ব্যাংকে হিসাবে ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা পাঠায়, এমতাবস্থায় আইনানুগ পাওনাদি পরিশোধ হওয়ার কারণে কলার তার অভিযোগ তুলে নিলেন।

- ১। বিদ্যমান আইন, বিধির পরিবর্তন ব্যতিরেকে সেবার মানোন্নয়ন ঘটানো যায়।
- ২। শ্রমজীবী মানুষের আইনানুগ অধিকার সহজে বাস্তবায়ন করা যায়।
- ২। গ্যামেন্টস ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে সহজে সুস্থ কর্মপরিবেশ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।
- ৩। সহজে সেবা প্রদান করা যায়।



১৭.২ অনলাইনে শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, শ্রম পরিদপ্তর

পূর্বে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনকারীকে বা তার প্রতিনিধিকে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে আইনানুসারে প্রচুর কাগজপত্র রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের দপ্তরে জমা দেয়ার প্রয়োজন ছিল। এ সকল কাগজপত্র যথাযথ ভাবে প্রস্তুত করার জন্য আবেদনকারীকে নানা সমস্যা মোকাবেলা করতে হতো। এতে আবেদনকারীর সময় ও অর্থের অপচয় হত বিধায় তারা ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের প্রতি নিরুৎসাহিত ছিল। অফিসকেও এ প্রচুর সংখ্যক কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে বেশ সময় ব্যয় করতে হতো। উভয় পক্ষের জন্যই ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ছিল সমস্যা বহুল।

শ্রমিকগণ এখন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের আবেদন, অসৎ শ্রম আচরণের অভিযোগ দাখিলসহ অন্যান্য সেবাপ্রদানের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারে। এর মাধ্যমে শ্রম পরিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৫ সালের মার্চ মাসে এ সেবাটি চালু করা হয়। সেবা চালু করার সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত অনলাইনে ৩৬৯টি আবেদন জমা পড়েছে। তন্মধ্যে ১৫৫টি ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে সম্পন্ন হয়েছে। এ সেবাটি শ্রমিকের অধিকার আদায়ে জোরালো ভূমিকা পালন করছে।

১৮.০ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৮.১ হজযাত্রীদের জন্য IVR সিস্টেম চালু

হজ চলাকালীন হজযাত্রীদের মোবাইলের IVR সিস্টেম এর মাধ্যমে হজ বুলেটিন ও তথ্য সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ১৬২২০ নম্বরে ডায়াল করে SMS এর মাধ্যমে হজ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়া এসএমএস এর মাধ্যমে নিম্নোক্তভাবে সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

01.	Help	Type "help" & send to 16220	A message to be sent to the nominated mobile number as "F0r pilgrim's current status, type id or pp no. & send to 16220. To know Agency's contact no. type "contact" then space then id or passport number & send to 16220"
-----	------	-----------------------------	---

02.	Status	Type "id"/pp & send to 16220	The current status the pilgrim to be send.
03.	Contact	Type "contact" & send to 16220	The contact telephone number (s) of the Hajj Agents of the relevant pilgrim to be sent.

উল্লিখিত সার্ভিসের বিষয়টি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এই সেবা চালু করার ফলে হজযাত্রীগণ ঘরে বসেই কাজিত তথ্য সেবা পাচ্ছেন। এছাড়া ভ্রমণ সংখ্যাও অনেক কমে গেছে।

১৮.২ হজযাত্রীদের এসএমএস প্রেরণ

প্রতি বছর হজ মৌসুমে প্রত্যেক হজযাত্রীকে হজপূর্ব ৬টি এসএমএস প্রেরণ করে তথ্য সেবা এবং বিভিন্ন বিষয়ে অবগতি ও করণীয় বিষয়সমূহ অবহিত করতে নোটিফিকেশন প্রদান করা হয়ে থাকে। এসএমএস এর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

- ১। সফল রেজিস্ট্রেশনের নোটিফিকেশন;
- ২। টিকা গ্রহণের তারিখ ও স্থান;
- ৩। ভিসার জন্য সফলভাবে তথ্যাদি সৌদি এম্বাসিতে প্রেরণের নোটিফিকেশন ও ট্র্যাকিং নম্বর;
- ৪। হজ গাইড বরাদ্দের নোটিফিকেশন এবং মোয়াল্লেম নম্বর;
- ৫। মোয়াল্লেম বরাদ্দের নোটিফিকেশন এবং মোয়াল্লেম নম্বর;
- ৬। আইডি কার্ড প্রস্তুতের নোটিফিকেশন।

উল্লিখিত সেবা প্রদানের ফলে হজযাত্রীগণকে বিভিন্ন তথ্যের জন্য উদ্বিগ্ন থাকতে হয়না। ঘরে বসেই বিনামূল্যে বিভিন্ন তথ্য সেবা যথা সময়ে পাচ্ছেন। তাঁদের করণীয় সম্পর্কে জানার জন্য অফিসে আসতে, জনে জনে জিজ্ঞাসা করতে ও কোন বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে না।



১৮.৩ হজযাত্রীদের জন্য KIOSK মেশিন এর ব্যবহার

পূর্বে সৌদি আরবে অসুস্থ হজযাত্রীদের হাতে লেখা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট কার্ড সরবরাহ করা হত। পুনরায় একই হজযাত্রী চিকিৎসা সেবা গ্রহণের জন্য আসলে তাঁর কোন তথ্য পাওয়া যেত না। এছাড়া ডাক্তারের একই হজযাত্রীর তথ্য বারবার লিখতে হত।

বর্তমানে হজযাত্রীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণের জন্য Kiosk মেশিনে তার পিলগ্রিম আইডি অথবা পাসপোর্ট নম্বর ইনপুট দিলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশিন থেকে হজযাত্রীর বিস্তারিত তথ্য ও ছবিসহ মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট কার্ড প্রিন্ট হয়ে বেড়িয়ে আসে। হজযাত্রী যদি মেশিনে তাঁর সমস্যা/ রোগ নির্বাচন করে দেন তবে তা সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকবে এবং পরবর্তীতে যখন তিনি পুনরায় সেবা নিতে আসবেন তখন তাঁর পূর্বের তথ্য ইতিহাস দেখে ডাক্তারদের জন্য রোগ নির্ণয় ও সেবা প্রদান সহজ হচ্ছে। এছাড়া একই হজযাত্রী পুনরায় এসেছেন কিনা তা সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

১৯.০ তথ্য মন্ত্রণালয়

১৯.১ বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) শিল্পীদের অন লাইনে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্মানী প্রদান

বিটিভিতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণকৃত শিল্পীদের সম্মানী ম্যানুয়াল পদ্ধতি ও ডাক মারফত প্রদান করা হতো। যা ধীরগতি ও সময় সাপেক্ষ ছিল। সেক্ষেত্রে শিল্পীদের চুক্তিসম্পাদন মহড়া ও সম্মানী প্রাপ্তির জন্য উপস্থিত/ রেকর্ডিং/ ডাক মারফত পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হতো। চেক প্রাপ্তির পর ব্যাংকে ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে বা প্রতিনিধি প্রেরণ করে চেক জমা দিতে হতো।

সমস্যাটির সমাধানে বিটিভির তালিকাভুক্ত শিল্পীদের' ব্যাংক একাউন্ট সংগ্রহ করে তাঁদের শিল্পী সম্মানী সরাসরি ব্যাংক একাউন্টে স্থানান্তর করা হচ্ছে। এতে শিল্পীদের চেক সংগ্রহ করে ব্যাংক গিয়ে হিসাবে জমা প্রদান করতে হয়না। তারা এসএমএস এর মাধ্যমে চেক জমা হওয়ার তথ্য জানতে পারছেন। এতে সেবা প্রদান সহজ ও দ্রুততর হয়েছে। পূর্বে শিল্পীদের সম্মানী প্রাপ্তির জন্য বার বার বিটিভি অফিসে আসতে এবং ব্যাংকে যেতে হতো। কিন্তু বর্তমানে শিল্পীদের সম্মানী প্রাপ্তির জন্য বিটিভিতে আসার প্রয়োজন হয়না। এ উদ্ভাবনে সময় ও শ্রম বাঁচিয়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম জনবল দিয়ে দ্রুত উন্নততর সেবা প্রদান সম্ভব। সকল ধরনের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়।

২০.০ সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়

২০.১ দূরপালার বাসে চালকদের জন্য সিটবেল্ট সংযোজন, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ

দূরপালার বাসে চালক ও যাত্রীদের সিটবেল্ট ব্যবহার করা হলে দুর্ঘটনার সময় ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি এড়ানো যায়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Innovation Team এর ১১ তম সভায় এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাবার পর তা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির কাছে প্রেরণ করা হয়। BRTA প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সমিতি, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ শ্রমিক ফেডারেশনকে পত্র প্রেরণ করে এবং BRTA র সকল সার্কেলে চালক ও সামনের সিটের আরোহীদের সিটবেল্ট সংযোজন ব্যতীত সংশ্লিষ্ট বাসের রেজিস্ট্রেশন/ ফিটনেস প্রদান না করার নির্দেশনা দেন।

এ প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের ফলে যাত্রীগণের নিরাপত্তার মান উন্নত হয়েছে এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমেছে।

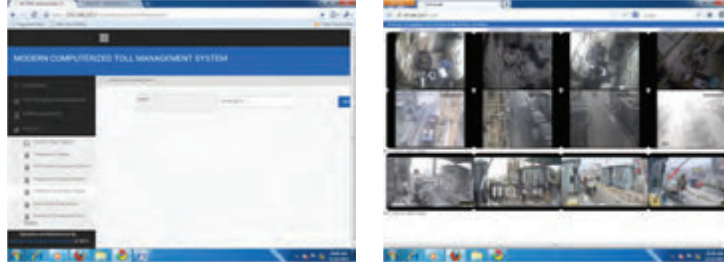
২০.২ ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর রিয়েল টাইম টোল আদায়, সেতু বিভাগ

পূর্বে ইজারাদারের মাধ্যমে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টোল আদায়কালে যানবাহনের প্রকৃত শ্রেণী, টোলের প্রকৃত পরিমাণ ইত্যাদি নিয়ে ইজারাদারের সাথে সেতু ব্যবহারকারীর প্রায়শই বিতর্কের সৃষ্টি হতো। এতে যেমন টোল আদায় কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটতো তেমনি সেবা গ্রহীতাদেরও সময়ের অপচয় হতো। তাছাড়া, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টোল আদায়েও অপেক্ষাকৃত বেশী সময় প্রয়োজন হতো। বিভিন্ন রেকর্ড পত্রের স্বচ্ছতা রক্ষা করাও কঠিন হত।

৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর টোল আদায়ে ম্যানুয়াল পদ্ধতি থেকে উত্তরণে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি অনন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। একটি Real-time Digital Toll Collection System-এর মাধ্যমে এই সেতুর টোল আদায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যানবাহন সেতু পারাপারের জন্য টোল প্লাজায় উপস্থিত হলে সিস্টেমে প্রথমে যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি এন্ট্রি দেয়া হয়। এই সিস্টেমটি সরাসরি বিআরটিএ-এর database-এর সাথে সংযুক্ত থাকায় যানবাহনটির প্রকৃত শ্রেণীসহ বিস্তারিত তথ্য সিস্টেমে প্রদর্শিত হয়। সিস্টেমে প্রদর্শিত শ্রেণী এবং তথ্য অনুযায়ী যানবাহনটির টোলের হার নির্ধারিত হয় এবং সে

অনুযায়ী টোল আদায় করা হয়। টোল পরিশোধিত হলে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সম্মুখের প্রতিবন্ধকটি সরিয়ে যানবাহনটিকে সেতু পারাপারের জন্য যেতে দেয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে মাত্র ১৫ সেকেন্ড সময় প্রয়োজন হয়। পরিশোধিত টোলার পরিমাণসহ টোল আদায় সংক্রান্ত সকল তথ্য সিস্টেমে সংরক্ষিত হয়। টোলার অর্থ নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা করা হয়। টোল আদায়ের মোট পরিমাণ, কোন শ্রেণীর যানবাহন হতে কি পরিমাণ টোল আদায় হয়েছে ইত্যাদি তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সিস্টেমে প্রদর্শিত হয়। টোল আদায় প্রক্রিয়া, টোলার অর্থ জমা সংক্রান্ত সকল তথ্য, টোল প্লাজা এলাকার ভিডিও চিত্র বনানীস্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর হতে VPN-এর মাধ্যমে সরাসরি মনিটর করা হয়।

বর্তমান সিস্টেম ব্যবহারের ফলে যেমন Toll transaction-এ সময় কম লাগছে, তেমনি টোল আদায় কার্যক্রমও সুষ্ঠুভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে। ফলে সেবাদাতা এবং সেবা গ্রহীতা উভয়েই উপকৃত হচ্ছে। তাছাড়া, সরাসরি বিআরটিএ-এর ডাটাবেইজের তথ্য ব্যবহার করায় যানবাহনের প্রকৃত শ্রেণী নিয়ে বিতর্কেরও কোন অবকাশ থাকছে না।



২০.৩ ইউজড পেপার রিসাইক্লিং বক্স, সেতু বিভাগ

অনেক সময় আমরা কাগজের কেবলমাত্র একটি পৃষ্ঠাই ব্যবহার করে থাকি। ফলে অন্য পৃষ্ঠাটি অব্যবহৃত থেকে যায়। কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সেতু বিভাগে 'ইউজড' পেপার রিসাইক্লিং বক্স' প্রবর্তন করা হয়েছে। কেবলমাত্র একটি পৃষ্ঠা ব্যবহার করা হয়েছে এমন কাগজগুলো এই বক্সে জমা রাখা হয়। খসড়া প্রিন্টিং এবং অন্যান্য কাজে এই বক্সের কাগজ ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারের সুবিধার্থে সেতু ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে central LAN printer এর কাছে এই 'ইউজড' পেপার রিসাইক্লিং বক্স' গুলো স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে যেমন কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে তেমনি কাগজের ব্যবহারও হ্রাস পেয়েছে।

২১.০ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২১.১

‘সমস্যা যেখানে সমাধান সেখানে’ পেনশন মঞ্জুরিতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উদ্ভাবন, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

সরকার পেনশন সহজিকরণ নীতিমালা ২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমে অবসরে গমনকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পেনশন প্রাপ্তি সহজ করতে চাইলেও এ অধিদপ্তরে পেনশন মঞ্জুরির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যা বিরাজমান ছিল।

ক্রমিক	সমস্যার কারণ	সমাধান
১.	প্রতিটি পেনশন কেস সমাধানে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা;	কল্যাণ কর্মকর্তা পেনশন শাখার স্টাফদের নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কয়েকটি মিটিং করে প্রতিটি লাম্প গ্র্যান্ট, পিআরএল, চূড়ান্ত জিপিএফ এবং চূড়ান্ত পেনশন এর নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দেন। মিটিং এর রেজুলেশন এর কপি অত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবরে পাঠিয়ে পেনশন শাখার স্টাফদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন। কল্যাণ কর্মকর্তা কর্তৃক সময়সীমা নিবিড় মনিটরিং।
২.	পেনশন আবেদন জমা দেয়ার তারিখের সাথে নথি উত্থাপনের সময়ের বেশ গরমিল	কল্যাণ কর্মকর্তা কর্তৃক ‘গোল সিল’ তৈরী। অতঃপর পেনশন আবেদন পেনশন শাখায় রিসিভ হওয়া মাত্রই তাতে কল্যাণ কর্মকর্তা সিলটি বসিয়ে দেওয়া। সিলটির বামদিকে ‘শাখায় আবেদন রিসিভ হওয়ার তারিখ’ এবং ডানদিকে ‘আবেদনের সিরিয়াল নম্বর’ সংযোজিত আছে। ফলে আবেদন রিসিভ এবং নথি উত্থাপনে সময়ক্ষেপনের জটিলতা নিরসন করা সম্ভব হল।
৩.	পেনশনভোগীদের সংশ্লিষ্ট পেনশন শাখাতে দীর্ঘসময় ধরে আনাগোনা	কল্যাণ কর্মকর্তার উদ্যোগে ১। প্রতিটি নথির পিছনে আবেদনকারীর ফোন নম্বর সংযোজন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ; ২। পেনশন শাখায় ই-মেইল dgfpensionsection@gmail.com এই আইডিতে চালু করে উপজেলা-জেলা পর্যায়ের অধিদপ্তরভুক্ত সকল অফিসে জানানো হয়েছে ; ৩। আবেদনকারী ব্যক্তিবর্গকে তাদের পরবর্তী কোন প্রয়োজনে মেইলের মাধ্যমেই যোগাযোগে উৎসাহিত করা হয়েছে। ৪। অফিস আদেশসমূহ হাতে হাতে নেবার বদলে স্ক্যান করে ব্যক্তির মেইলে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক্রমিক	সমস্যার কারণ	সমাধান
৪.	বিভিন্ন আপত্তিজনিত কারণে অনেক পেনশন কেস দীর্ঘসময় ধরে অসমাপ্ত পড়ে থাকা	দীর্ঘসময় পড়ে থাকা নথি পুনরায় চলমান করা হয়েছে।
৫.	অডিট আপত্তি জটিলতা	অধিদপ্তরের যে সকল চাকরিজীবী আগামী একবছর পর অবসর ছুটিতে যাবেন, তাদের তালিকা অডিট ইউনিটে পৌঁছিয়ে তাদের চাকুরীর অবস্থাতেই অডিট আপত্তি সমন্ধে অবহিত করে আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ
৬.	স্টাফ ও অফিসারদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা	কল্যাণ কর্মকর্তা এবং কর্মচারিগণ একই কক্ষে বসে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ। এতে মনিটরিংও সহজ হয়েছে।

সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন যা ছিল

- ক) বিদ্যমান নীতিমালার মধ্যে থেকেই পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে;
- খ) স্বচ্ছতা আনয়নে আবেদন গ্রহণের সময় অফিসার কর্তৃক তারিখসহ স্বাক্ষর সিল পদ্ধতির প্রচলন।
- গ) সেবাপ্রার্থিতাগণের অফিসে আগমন হ্রাস করার এবং সেবায় গতি আনয়নে ই-মেইল এবং স্ক্যান পদ্ধতি চালু।
- ঘ) মনিটরিং এবং জবাবদিহিতা আনয়নে স্টাফ অফিসার সমন্বিত কার্যক্রম।

উদ্ভাবন থেকে শিক্ষণীয়

একজন সরকারি কর্মচারীর সামান্য উদ্যোগ মানুষকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সহজেই এটি অসামান্য অবদান রাখতে পারে।

“আপনি কি চান?” এর পরিবর্তে “আমরা কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?” নিজ মননে এই প্রত্যয়টুকু গ্রথিত করলেই একজন কর্মকর্তা/ কর্মচারী অতি সহজেই হয়ে উঠতে পারেন সেবা প্রদানে সরকারের একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি।



সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার ক্লিনিকভিত্তিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হতো। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সরকারি কর্মসূচির মত বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হতো না। অন্যদিকে এখানকার বস্তিবাসী ও নিম্ন আয়ের লোকেরা জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত থাকায় ক্লিনিকের স্বাভাবিক সময়ে এসে সেবা নিতে অভ্যস্ত নয়। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকার তুলনায় সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রমের অগ্রগতি পিছিয়ে রয়েছে।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কার্যক্রমের অগ্রগতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে বস্তি এলাকাগুলোতে সাম্প্রতিকালীন স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং চলমান সরকারি কর্মসূচির মত এখানে বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে বস্তিবাসীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অগ্রগতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্ণিত সেবার মাধ্যমে বস্তিবাসী ও নিম্ন আয়ের জনগণের কাজে বিঘ্ন না ঘটায় তাদের সুবিধা অনুসারে সাম্প্রতিকালীন পরিবার পরিকল্পনা সেবা চালু করা হয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত বস্তিবাসীরা পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে যা মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে এবং পরিবার পরিকল্পনা গ্রহীতার হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

উপকারভোগীদের সুবিধার দিকটি বিবেচনায় রেখে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা কর্মসূচীর সফলতা নিশ্চিত করে। অন্যান্য পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সাম্প্রতিকালীন পরিবার পরিকল্পনা সেবা চালু করতে পারে।



২২.০ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২২.১	নদনদীর পানির হ্রাস-বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও প্রকাশকরণ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
------	---

১. সমস্যাসমূহ

- ক) Manual পদ্ধতি একটি এনালগ পদ্ধতি যেখানে একজন মানুষ দূর হতে গেজ পাঠ (পানি সমতল) গ্রহণ করায় ৯০% ক্ষেত্রে Human Error হওয়ার সম্ভবনা থাকে এবং দশমিক মান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।
- খ) প্রাকৃতিক দুর্ভোগের সময় গেজ পাঠকগন যথাসময়ে গেজ পাঠ (পানি সমতল/ বৃষ্টিপাত) গ্রহণ করতে পারে না।
- গ) গেজ পানিতে থাকায় স্রোতে বা নৌকার ধাক্কায় বা ছোট ছোট বাচ্চাদের নদীতে গোসলের সময় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গেজ এ আঘাত হানলে স্বাভাবিক ভাবে সেটি হেলে পড়ার কারণে ভুল পাঠ হওয়ার সম্ভবনা থাকে।
- ঘ) Manual পদ্ধতিটি একটি ধীর গতি সম্পন্ন পদ্ধতি যেখানে একজন গেজ পাঠক সারা মাস ধরে Data সংগ্রহ করে Register Book এ লিপিবদ্ধ করে। পরবর্তীতে গেজ পাঠকগণ বিভিন্ন মাধ্যম হয়ে হার্ডকপি আকারে পরের মাসে উক্ত Register এ নথিভুক্ত তথ্যসমূহ প্রসেসকরণ এবং সার্ভারে সংরক্ষণ এর নিমিত্তে পানি বিজ্ঞানের আওতাধীন প্রসেসিং ব্রাঞ্চ এ প্রেরণ করে থাকে। Manual পদ্ধতিতে উক্ত তথ্যসমূহ সার্ভারে এন্ট্রি করতে আরও কিছু সময় লেগে যায় ফলে এই তথ্য-উপাত্তগুলি বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।
- ঙ) বিভিন্ন মৌসুমে পানি সমতল বৃদ্ধি বা হ্রাসের কারণে একাধিক বার গেজ স্থানান্তর করতে হয় এবং Bench Mark value বসাতে হয় যাহা সময় সাপেক্ষ এবং ভুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।
- চ) Manual পদ্ধতিতে শুধুমাত্র দিনের বেলায় (০৬.০০ হতে ১৮.০০ টা পর্যন্ত) ৩ ঘন্টা পর পর মাত্র ৫টি পানি সমতল উপাত্ত পাওয়া যায় কিন্তু রাতের বেলায় পানি সমতল উপাত্ত পাওয়া যায় না।

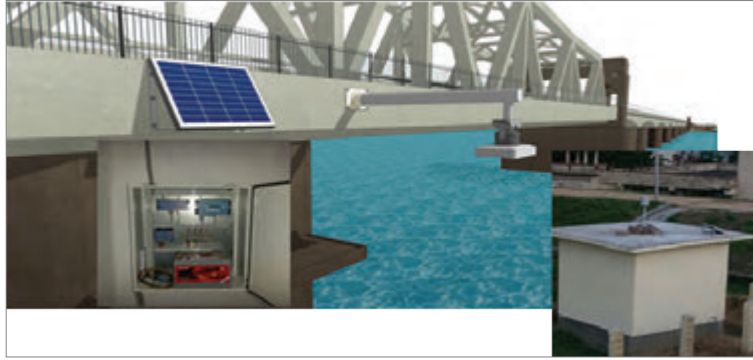
২. সমস্যাসমূহের সমাধান

- ক) Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS) টি একটি Digital পদ্ধতি, যা পানি সমতল পরিমাপের ক্ষেত্রে Device সমূহ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক সিগনাল প্রেরণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৩৫ মিটার পর্যন্ত উপর থেকে পাঠ (পানি সমতল) গ্রহণ করে নির্ভুল তথ্য প্রেরণ করে।
- খ) ARTDAS টি একটি অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন পদ্ধতি হওয়ায় Radar Level Sensor (RLS) প্রতি ১৫ মিনিট পর পর নদীর পানি সমতল সংগ্রহ করে এবং Data logger এর তাৎক্ষণিক ভাবে উহা প্রসেস করত Communication modem এর মাধ্যমে Real Time তথ্যসমূহ সার্ভারে প্রেরণ করে। যার ফলে এই তথ্য-উপাত্ত গুলি বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কাজে ব্যবহারসহ বাস্তবিক ক্ষেত্রে সকল কাজে ব্যবহার করা হয়।
- গ) Data logger এর সাথে সংযুক্ত Communication modem-এ একই সাথে ভিন্ন দুটি মোবাইল কোম্পানির SIM ব্যবহার করায় বড় রকম প্রাকৃতিক দুর্ভোগের সময়েও সঠিক সময়ে সঠিক পাঠ গ্রহণ করত তাৎক্ষণিক ভাবে মোবাইল ডাটা কনেক্টিভিটির মাধ্যমে তথ্যসমূহ পাউবোর কেন্দ্রীয় সার্ভারে প্রেরণ করতে পারে।
- ঘ) Radar Level Sensor (RLS) গুলো ব্রিজ বা অন্যান্য স্থানে Hanging Arrangement এর মাধ্যমে পানি সমতল হতে অনেক উপরে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকায় নদীর স্রোত বা নৌকার ধাক্কায় বা Human intervention এর কারণে ভুল পাঠ দেওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।
- ঙ) নদীর গতিপথ পরিবর্তন না হলে সাধারণত Radar Level Sensor (RLS) Shifting এর প্রয়োজন হয় না।
- চ) বর্তমানে বিভিন্ন নদনদীতে মোট ৩৬টি স্টেশনের প্রতিটিতে প্রতি ১৫ মিনিট পর পর প্রতিদিন মোট $24 \times 8 = 96$ টি Real Time পানি সমতল, ১৫টি স্থানে ৫ মিনিট পর পর বৃষ্টিপাত এবং ১টি স্থানে আবহাওয়া সংক্রান্ত (৭টি parameter সম্বলিত) উপাত্ত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সার্ভারে সংরক্ষিত হয়।

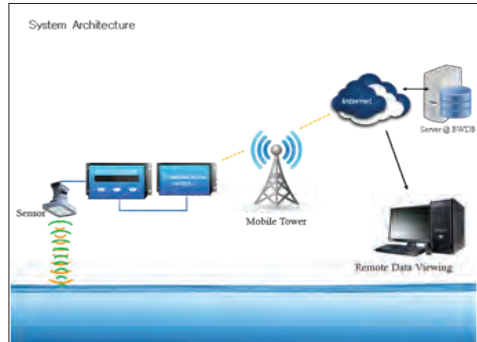
৩. সমাধানের সহজিকরণ পদ্ধতি

সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় (ডিজিটাল) পদ্ধতি যা জনবল, খরচ এবং সময় সাশ্রয় করে।

সেনসিং এবং প্রসেসিং প্রক্রিয়া



পরিদর্শন, কনফিগারেশন ও ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন



৪. জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছে

ক) সিস্টেমটির মাধ্যমে নিম্নলিখিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে:-

বাপাউবোর পানি বিজ্ঞান এর আওতাধীন প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেলে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সমগ্র বাংলাদেশের সংগৃহীত হাইড্রোলজিক্যাল তথ্য/ উপাত্তসমূহ যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/ নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং এ সকল উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপাত্ত ব্যবহারকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার উপযোগী করত সকল উপাত্ত সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করে থাকে। বর্তমানে অটোমেটিক স্টেশনের প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত কাজে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে:

- বিভিন্ন মনিটরিং পয়েন্টের বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়নে accuracy বৃদ্ধি।
- সিলেট, সুনামগঞ্জ ও হাওর এলাকায় আকস্মিক বন্যা (Flash Flood) পূর্বাভাস প্রণয়নে accuracy বৃদ্ধি।
- ভূ-পরিস্থ পানি সমতল পরিমাপে নির্ভুলতা।
- নদীভাঙ্গণ রোধে পরিকল্পনা, নকশা ইত্যাদি প্রণয়নে accuracy বৃদ্ধি।

খ) www.hydrology.bwdb.gov.bd site টি browse করে প্রতি মুহূর্তে নিম্ন বর্ণিত তথ্য-উপাত্তসমূহ জানা যাবে:

- Online scrolling এ নদনদীর Real Time Water level এবং Graphical view সংক্রান্ত তথ্য;
- পানি বিজ্ঞান কর্তৃক সংরক্ষিত সকল তথ্য-উপাত্তের পর্যাপ্ততা সমন্ধে তথ্য;
- Online এ তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তির জন্য Request করণ এবং
- অল্প সময়ে এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সার্ভার হতে চাহিদাকৃত তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুতকরণ এবং প্রেরণ।

২২.২

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রোগ্রাম সমূহের বাস্তবায়ন কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) আওতায় বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও প্রকল্প সংক্রান্ত ‘ওয়েব-বেজড ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (P-MES)’ সফটওয়্যার তৈরি সম্পন্ন হয়েছে।

Yearly	Project	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

চিত্র: ওয়েব-বেজড ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (PMES) সফটওয়্যার

উদ্দেশ্য

- এনডব্লিউএমপির আওতায় বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন এবং সহজে ও দক্ষতার সাথে ব্যবহারকারীদের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করা

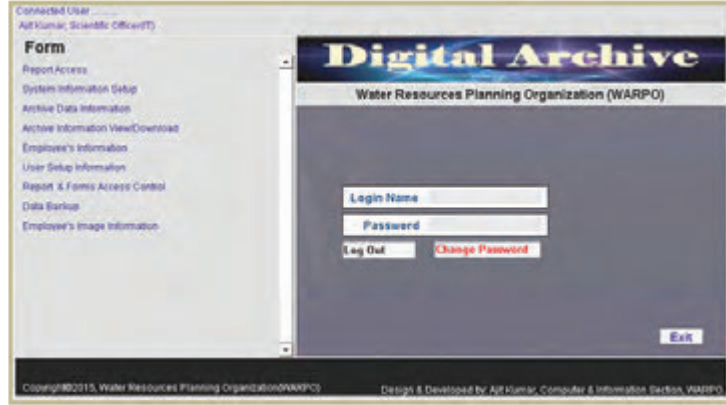
উপকারিতা

P-MES সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিভিন্ন সংস্থা হতে এনডব্লিউএমপির অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন কাজের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, ওরাকল ডাটাবেজে সংরক্ষণ, প্রোগ্রাম ও প্রকল্পের কাজসমূহের মধ্যে সংযোগ এবং প্রয়োজনীয় টুলের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন কম ধাপ, কম সময়ে এবং কার্যকরীভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব।

২২.৩

ওয়েব-বেজড ডিজিটাল আর্কাইভ সফটওয়্যার, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

ওয়ারপোর ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় একজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কর্তৃক বিভিন্ন দাপ্তরিক ডকুমেন্ট সমৃদ্ধ ওয়েব বেজড ডিজিটাল আর্কাইভ সফটওয়্যার উদ্ভাবন করা হয়েছে।



চিত্র: ওয়ারপোর ওয়েব-বেজড ডিজিটাল আর্কাইভ

ওয়ারপোর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক ডকুমেন্টের (যে কোন প্রকারের ডিজিটাল ফাইল, সফটওয়্যার, ভিডিও, অডিও) ডিজিটাল কপি সংরক্ষণ এবং ওয়ারপোর লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যেকোন কম্পিউটার থেকে প্রয়োজনমত আপলোড ও ডাউনলোড করা।

প্রয়োজনমতো সহজে ও দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক ডকুমেন্টের ডিজিটাল কপি অনুসন্ধান ও ব্যবহার করা।

২৩.০ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

২৩.১ অনলাইন পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান, পরিবেশ অধিদপ্তর

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুসারে যেকোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক। পূর্বে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তাগণকে পরিবেশ অধিদপ্তরে এসে ছাড়পত্র প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করতে হতো। সমগ্র বাংলাদেশে পরিবেশ অধিদপ্তরের ৬টি বিভাগ ও ২১টি জেলা অফিস থাকায় উদ্যোক্তাগণের জন্য সুবিধাজনক স্থানে আবেদনপত্র দাখিল করা সহজ ছিল না। অনেকের জন্য অনেক দূর থেকে পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট অফিসে এসে আবেদন দাখিল করতে হতো। আবেদন দাখিলের পর তার অগ্রগতি জানার জন্য একাধিকবার পরিবেশ অধিদপ্তরে সংশ্লিষ্ট অফিসে আসতে হতো, যা সময়ের অপচয় ও কষ্টকর ছিল।

পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন গ্রহণ ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে এ অধিদপ্তর একটি নতুন অনলাইন সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। এই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ তাদের পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন নিজ গৃহে/ অফিসে বসে সপ্তাহের যেকোন দিন, যেকোন সময় দাখিল করতে পারে। আবেদনের পর ভুল ত্রুটি থাকলে, স্বল্প সময়ে ই-মেইল ও এসএমএস এর মাধ্যমে সংশোধনের জন্য উদ্যোক্তাগণকে জানিয়ে দেয়া যায়। উক্ত সংশোধনী উদ্যোক্তাগণ নিজ গৃহে/ অফিসে বসে করতে পারেন। পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুমোদিত হলে তা ই-মেইলের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণের নিকট প্রেরণ করা হয়।



২৪.০ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

২৪.১ Web based Fish Advice system, মৎস্য অধিদপ্তর

২০০৭-২০০৮ সালের পূর্বে গ্রামের মৎস্য চাষী/ মৎস্য ব্যবসায়ী/ মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকারক/ মৎস্য খাদ্য আমদানিকারক/ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাগণ তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা অথবা খাদ্য আমদানি, রপ্তানি, বিক্রয় বাবদ লাইসেন্স গ্রহণ ইত্যাদি সেবা গ্রহণের জন্য অফিসে আসতো। কিন্তু উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাকে বিভিন্ন কাজে অফিসের বাহিরে প্রায়ই অবস্থান করতে হয়। ফলে সেবা প্রত্যাশী জনগণকে সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে একাধিকবার অফিসে আসতে হতো। এতে সেবা গ্রহীতার যাতায়াত খরচ বেড়ে যেতো এবং অনেক সময় অপচয় হতো। সরকারি হিসেবে বিনামূল্যে সেবা অথবা নির্ধারিত মূল্যে হলেও সেবা গ্রহীতার প্রকৃত ব্যয় ছিল অনেক বেশী।

২০০৭ সালের দিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন এটুআই প্রকল্পটি শুরু হয়। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে গ্রামের তথ্য কেন্দ্র হতে সেবা প্রদানের বিষয়টির ধারণা আসে। সেই সময় মৎস্য অধিদপ্তর বর্তমান Fish Advice system এর সকল আইটেমকে এক্সেলের মাধ্যমে তৈরি করে ইনোভেশন ফেয়ারে প্রদর্শন করে যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এর মাধ্যমে চাষীগণ পুকুরের আয়তন ও কাঙ্ক্ষিত সংখ্যাটি টাইপ করলে মাছ চাষের পরামর্শ সেবা পেয়ে যায়। ২০০৯ সালের দিকে Fish Advice system- কে ওয়েব ভাঙ্গনে রূপান্তর করে সেবা প্রদান শুরু হয় এবং ২০১৩ সালের দিকে এর ২য় সংস্করণ বের করা হয়। বর্তমানে এ সিস্টেমের সকল অংকগুলি চাষি নিজে বা গ্রামের উদ্যোক্তা পরিবর্তন করতে পারে এবং এলাকাভিত্তিক সঠিক মাছ চাষের পরামর্শপত্র তৈরি করতে পারে। বর্তমানে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ আরো অন্যান্য প্রজাতির মাছ চাষ এতে সন্নিবেশিত করার পরামর্শ প্রদান করছেন। বর্তমানে Fish Advice Technique নামে একটি মোবাইল এ্যাপ তৈরি করা হয়েছে যা Google play store থেকে ডাউনলোড করে নিজের স্মার্ট মোবাইলে Install করতে পারেন।

Fish Advice system এ মৎস্য অধিদপ্তরের বেশ কয়েকজন দক্ষ কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি পরামর্শ ছক তৈরি করা হয়েছে। এখানে হিসাবের অংকগুলির ফিল্ডে চাষি ও উদ্যোক্তা যেকোন সাধারণ লোক পড়ে এবং বুঝে অংকগুলি পরিবর্তন করে নতুন পরামর্শ পত্র তৈরি করতে পারবেন। যাদের কম্পিউটার সুবিধা নেই, তারা ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রে উদ্যোক্তার নিকট গিয়ে পরামর্শ সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। Fish Advice system উদ্ভাবন হওয়ার সময় অনেক প্রতিবন্ধকতা আসা সত্ত্বেও উদ্ভাবকরা থেমে থাকেননি। তারা একে একে তাদের সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে নতুন নতুন আইডিয়া বাস্তবে রূপদান করছে। যেমন- অনলাইনে মৎস্য রেণু উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান, মৎস্য খাদ্য আমদানি, রপ্তানি, বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রদান যা বর্তমান অর্থবছর থেকে শুরু হবে।

২৫.০ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

২৫.১ নদী রক্ষায় ওয়াকওয়ে নির্মাণ, বিআইডব্লিউটিএ

ঢাকার চারপাশের ৪টি নদী বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের গোড়ার দিক থেকে ক্রমাগত বেদখল হতে থাকে। অবৈধ দখলদারের দৌরাত্ম আর শিল্প কলকারখানা ও ট্যানারী বর্জ্যের দূষণে নদীগুলো মৃতপ্রায় নদীতে পরিণত হয়। প্রভাবশালী ব্যক্তি আর আইনগত জটিলতায় নদীগুলো রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও পরিবেশবাদীরা সোচ্চার হলে অতীতে বেশ কয়েকদফা অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হলেও নদী সুরক্ষা সম্ভব হয়নি। ফলে জনমনে ধারণা সৃষ্টি হয় যে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদীসমূহ বিলুপ্ত হবে।

এ পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নদী সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। অধিকন্তু, মহামান্য হাইকোর্ট ঢাকার চারপাশের নদীসমূহ রক্ষায় কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণের আদেশ দেন। সে মোতাবেক নদী সীমানাভুক্ত অবৈধ দখলদারদের চিহ্নিত করে উচ্ছেদের সাথে সাথে অবৈধ দখলমুক্ত তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়। ইতোমধ্যে বুড়িগঙ্গা নদীর শ্যামপুর হতে ফতুল্লা পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার এবং শীতলক্ষ্যা নদীর টানবাজার এলাকা থেকে ডেমরা সুলতানা কামাল ব্রীজ পর্যন্ত ওয়াকওয়ে নির্মাণ সমাপ্ত করা হয়। এ ছাড়া তুরাগ নদীর তীরেও ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ এই তিনটি নদীর তীরে ২০.৫০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও ওয়াকওয়ের উপরিভাগের অবৈধ দখলমুক্ত তীরভূমিতে সারিসারি বৃক্ষরোপণ করে একটি ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে ঢাকার চারপাশের নদীগুলো অবৈধ দখলদার মুক্ত রাখা গেছে এবং নদী তীরের পরিবেশ উন্নত হয়েছে।

অবৈধ দখলমুক্ত তীরভূমি ফাঁকা না রেখে সেখানে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ ও পথচারীদের বসার জন্য বেঞ্চ স্থাপন, ইকোপার্ক নির্মাণের ফলে প্রাতঃভ্রমণসহ বেড়ানো ও চলাচলের জন্য সার্বক্ষণিক লোকজনের আগমন ঘটছে। তারাই জায়গাগুলোর পাহারাদারের ভূমিকা পালন করছে।

এই তিনটি নদীর তীর রক্ষার সম্পূর্ণ সুবিধাই জনগণ পাচ্ছে। নদী রক্ষা ও জনগণের শরীর চর্চা, নদী তীরে বেড়ানো এবং স্বাস্থ্যকর নদী ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। মূল্যবান জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত করে ব্যবহার না করে ফেলে রাখলে তা দীর্ঘকাল অবৈধ দখলমুক্ত রাখা যাবে না। স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনস্বার্থে অবৈধ দখলমুক্ত জায়গা ব্যবহার করতে হবে। যে সকল সরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠানের জমি জমা রয়েছে তারা এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে।

সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর হতে দেশে বিদেশে সমুদ্রগামী জাহাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে নাবিকদের জন্য জারিকৃত আন্তর্জাতিক মান সম্মত যোগ্যতা সনদ তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই করা যেতো না। ফলে অতীতে অসাধু ব্যক্তির জাল সনদ ব্যবহার করতো। বাংলাদেশী জাল সনদ ব্যবহারকারীদের কাজের মান নিম্ন হত। জাল সনদধারীদের কারণে বাংলাদেশী নাবিকদের বৈধ যোগ্যতা সনদের নির্ভরযোগ্যতা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছিল। ফলশ্রুতিতে বৈধ সনদধারী নাবিকদের বিদেশী জাহাজে কর্মসংস্থানের সময় তাদের সনদ যাচাইয়ে সময় ক্ষেপণ হওয়ায় বিদেশী নিয়োগকারীগণ বাংলাদেশী নাবিকদের নিয়োগ প্রদানে অনীহা প্রকাশ করছিল। দীর্ঘসূত্রিতার কারণে নাবিকগণ তাদের সম্ভাব্য বিদেশী জাহাজের চাকুরি হতে প্রায়শই বঞ্চিত হতো। ফলে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশী নাবিকদের চাকুরি হ্রাসের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণে বাংলাদেশী নাবিকদের যোগ্যতা সনদে তাদের ছবি সংযোজন করে ছবিযুক্ত যোগ্যতা সনদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রদান করা হচ্ছে। এই সকল সনদের মেয়াদ সর্বোচ্চ পাঁচ বছর। তাই সনদের মেয়াদ বৃদ্ধিকালে সনদধারীর নতুন ছবি সংযোজন করে সে অনুসারে ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। ফলে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত হতে যে কোন সময় অতি দ্রুততার সাথে নাবিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নাবিক সনদের সত্যতা অনলাইনে যাচাই করতে পারছে।

বর্তমানে নাবিকদের দেশী-বিদেশী জাহাজে নিয়োগকালে অথবা ভিসা প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা সনদ যাচাইকালে তাদের আর অযথা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। দ্রুততার সাথে চাহিদা মোতাবেক সনদ যাচাই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অধিদপ্তরে যোগাযোগ করতে হচ্ছে না। সঠিক সনদধারীগণের এই সেবার মাধ্যমে নির্বিঘ্নে বিদেশী জাহাজে চাকুরিতে যোগদানের পথ সুগম হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ডসহ সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে সহজেই সনদ অনলাইনে আপলোড করতে পারে। সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ প্রয়োজনীয় তথ্য, ফি অনলাইনে প্রদান করে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে সনদ ডাউনলোড করতে পারবে। এতে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকারী ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ে এবং কোন সনদপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ না করে সরাসরি সেবাগ্রহণ করতে পারবে। সর্বোপরি, অনলাইনে সনদ যাচাই শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাজের বোঝা বহুলাংশে লাঘব করবে এবং সনদের সত্যতা নিশ্চিত হবে।